গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি (APDR) ও
পশ্চিমবঙ্গ খেত মজুর সমিতি (PBKMS)

তথ্যানুসন্ধান রিপোর্ট

নন্দীগ্রাম গণহত্যা

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি (APDR)

প্রকাশনা

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি (APDR)
পশ্চিমবঙ্গ খেত মজুর সমিতি (PBKMS)
নন্দীগ্রাম গণহত্যার তথ্যানুসন্ধান রিপোর্ট

পটভূমি ৩

প্রশাসনের ভূমিকা	৫	১৪ মার্চের আগে. . .	৫
পার্টি ও পুলিশের যৌথ অভিযান	৭	১৪ মার্চের ঘটনাবলীর অনুক্রম	৮
মৃতের সংখ্যা	১১	মৃতদেহ গায়েব করা	১২
আক্রান্ত ও চিকিৎসাধীন ব্যক্তিরা	১৩	চিকিৎসা পরিকাঠামো	১৫
পরিকল্পিত যৌনহিংসা ও ধর্ষণ	১৫	হিংসা ও শিশু হত্যা	১৭
স্কুল-কলেজে পুলিশ ক্যাম্প	১৮	নিখোঁজ মানুষ, জনশূন্য বসতি	১৮
নিখোঁজ ব্যক্তিদের তালিকা	২০	বর্তমান অবস্থা	২২
পর্যবেক্ষণ	২৩	সুপারিশসমূহ	২৫

সংযোজনী-১ তমলুক হাসপাতাল মর্গে পোস্টমর্টেমের জন্য আনীত মৃতদেহ ২৭
সংযোজনী-২ ক তমলুক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আহতদের বিবরণী ২৭
সংযোজনী-২ খ নন্দীগ্রাম স্বাস্থকেন্দ্রে চিকিৎসাধীন আহতদের বিবরণী ৩২
সংযোজনী-৩ নন্দীগ্রাম ব্লক স্বাস্থকেন্দ্রে আনীত আহতদের তালিকা ৩৬
সংযোজনী-৪ তমলুক জেলা হাসপাতালে আনীত আহতদের তালিকা ৪১
সংযোজনী-৫ গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি ও পশ্চিমবঙ্গ খেতমজুর সমিতি আনীত মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের ১৫ মার্চ, ২০০৭ প্রদত্ত আদেশ ৪৩
সংযোজনী-৬ নন্দীগ্রাম নিয়ে কলকাতা হাইকোর্ট কর্তৃক স্বয়ংপ্রবৃত্তভাবে গৃহীত মামলায় ১৫ মার্চ, ২০০৭ প্রদত্ত আদেশ ৪৩
সংযোজনী-৭ নন্দীগ্রামে ১৪ মার্চ গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের তালিকা ৪৬

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি (APDR)

১৮ মদন বড়াল লেন, কলকাতা ৭০০ ০১২

NANDIGRAM MASS KILLINGS

–A Fact finding Report on 14 March mass killings in Nandigram

by Association for Protection of Democratic Rights (APDR) &
Paschimbanga Khet Majur Samity (PBKMS)

1 April 2007

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি (APDR) এর পক্ষে
সাধারণ সম্পাদক দেবপ্রসাদ রায়চৌধুরী কর্তৃক
১৮ মদন বড়াল লেন, কলকাতা ৭০০ ০১২ (ফোন ২২৩৭৬৪৫৯)
থেকে প্রকাশিত
ও আর ডি প্রিণ্টার্স কলকাতা ৭০০১২ থেকে মুদ্রিত

১ এপ্রিল ২০০৭

বিনিময় ১০ টাকা

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি (APDR)
পশ্চিমবঙ্গ খেত মজুর সমিতি (PBKMS)
নন্দীগ্রামে গণহত্যার তথ্যানুসন্ধান রিপোর্ট

পটভূমি

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি (APDR) **ও পশ্চিমবঙ্গ খেত মজুর সমিতি** (PBKMS) ১৫ মার্চ ২০০৭ কলকাতা হাইকোর্টে একটি পিটিশন দাখিল করে নন্দীগ্রামে গ্রামবাসীদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা ফিরিয়ে আনতে কোর্টের তৎক্ষণাৎ হস্তক্ষেপ দাবি করে। আহত ও মৃত মানুষদের সাহায্যার্থে নন্দীগ্রাম যাওয়ার ক্ষেত্রে রাজ্য প্রশাসন যাতে বাধা দিতে না পারে তার জন্যও একটি অন্তর্বর্তীকালীন আদেশও প্রার্থনা করে সংগঠন দুটি।

১৫ মার্চ হাইকোর্টের মাননীয় প্রধান বিচারপতি এস এস নিজ্জর ও মাননীয় বিচারপতি পিনাকিচন্দ্র ঘোষকে নিয়ে গঠিত ডিভিসন বেঞ্চ ঘটনাটিকে স্বয়ংপ্রবৃত্ত হয়েও (সুয়ো মোটো) বিষয়টিকেগ্রহণ করেন এবং সে বিষয়ে একটি নির্দেশ দেন। একই সঙ্গে ঐ বেঞ্চ ও -এর ঐ আবেদনের উপরও একটি নির্দেশ দেন। এতে রাজ্য সরকারকে সমালোচনা করে বলা হয়েছে যে, ''স্বরাষ্ট্র দপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন পুলিশ বিভাগ ভারতের সংবিধানের ২১ নং অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ভারতের নাগরিকদের স্বাধীনতাসমূহের নিশ্চয়তার পরিধির বিষয়ে জানা তো দূরের কথা, মনে হচ্ছে তারা যেন এই অনুচ্ছেদের অস্তিত্বের কথাই জানেই না। ঐ অনুচ্ছেদে সুনির্দিষ্ট গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছে যে 'আইনানুগ পদ্ধতি বাতিরেকে কারোর জীবন বা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হরণ করা চলবে না।' ঐ গ্যারান্টির কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে এক বিশাল জনতা যাঁরা নিজেদের জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছিলেন, তাঁদের উপর পুলিশ গুলিচালনা করেছে।''

ঐ আদেশে আরো বলা হয়েছে যে, ''আমরা এ বিষয়ে সুনিশ্চিত যে পুলিশের এই কাজ পুরোপুরি অসাংবিধানিক, আইনের কোনো প্রাবিধানেই একে সমর্থন করা যায় না।'' আদালত আরও বলেন যে, ''সশস্ত্র বিদ্রোহ বা যুদ্ধমাফিক পরিস্থিতি ছাড়া এ ধরনের বলপ্রয়োগ যুক্তিগ্রাহ্য নয়। (আর) নিরপরাধ কৃষক ও গ্রামবাসীদের সেই দলে ফেলা কার্যত যায় না।''

তাঁদের আদেশনামায় আদালত নিম্নলিখিত নির্দেশগুলিও দিয়েছেন ঃ

□ আবেদনকারী সংগঠন দুটি ও অন্যান্য অ-সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিকে আহত ও মৃত মানুষদের সাহায্যার্থে নন্দীগ্রাম পৌঁছানোয় বাধা দেওয়া থেকে রাজ্য প্রশাসনকে নিরস্ত করা হয়েছে।

□ কোন্ পরিস্থিতিতে নন্দীগ্রামে পুলিশের এই গুলিচালনা ঘটে, যার ফলে অসংখ্য মানুষ হতাহত হন, সে বিষয়ে তদন্ত করার জন্য আদালত সিবিআই-কে সঙ্ঘর্ষ-দীর্ণ নন্দীগ্রামে তৎক্ষণাৎ একটি অনুসন্ধান দল পাঠানোর জন্য নির্দেশ দেন। সিবিআই দলটিকে নির্দেশ দেওয়া হয় নন্দীগ্রাম ও যদি পাশাপাশি অন্য ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলি তৎক্ষণাৎ পরিদর্শন করতে, এবং পুলিশ ও কম্ব্যাট ফোর্সের গুলিচালনা সংক্রান্ত সমস্ত প্রাসঙ্গিক তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করে একটি রিপোর্টের আকারে আদালতের কাছে পেশ করতে।

□ জেলা প্রশাসনকে আদালত নির্দেশ দেন যে দাবিদারহীন মৃতদেহগুলি যেন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয় এবং সনাক্ত হওয়া মৃতদেহগুলি যেন পোস্টমর্টেম ও ইনকোয়েস্টর মত আইনি প্রক্রিয়াগুলি সম্পন্ন করে আইনানুগ দাবীদারের হাতে তুলে দেওয়া হয়, যাতে মৃতের আত্মীয়রা তাঁর শেষকৃত্য করতে পারেন।

□ রাজ্য সরকারকে আরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে নন্দীগ্রামে গ্রামবাসীর উপর পুলিশের এলোপাথারি গুলিচালনা করা হলো কেন তার কারণসমূহ উল্লেখ করে একটি হলফনামা দাখিল করতে। কোন্ তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে ঐ গুলিচালনার আদেশ দেওয়া হয়েছিল তা এই হলফনামায় প্রকাশ করতে বলা হয়েছে।

□ আদালত আরও নির্দেশ দিয়েছেন যে, কোনও অবস্থাতেই কোনও ব্যক্তি যেন কোনও তথ্যপ্রমাণ লোপাট না করে। সিবিআইকে তাঁরা নির্দেশ দিয়েছেন গুলিতে নিহতদের পোস্টমর্টেম রিপোর্ট সহ সমস্ত তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করতে।

□ যে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে আদালত রাজ্য সরকারকে ঐ এলাকার সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা সুনিশ্চিতকরার নির্দেশ ও দিয়েছেন। রাজ্য সরকারকে আহত গ্রামবাসীদের চিকিৎসার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিতেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আদালতের এই আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে আবেদনকারী সংগঠনদু'টি (APDR ও PBKMS) এবং কয়েকজন উদ্বিগ্ন নাগরিক ১৫ ও ১৬ মার্চ, ২০০৭ নন্দীগ্রাম, তমলুক ও দুর্গত গ্রামগুলি পরিদর্শন করেন। এই তথ্যানুসন্ধানী দলে ছিলেন

অমিতদ্যুতি কুমার	অনুরাধা তলোয়ার	অর্জুন দাস	বিবেক ত্রিপাঠি
চিররঞ্জন পাল	জীবন মোদক,	পাঞ্চালী রায়	প্রমোদ গুপ্ত
প্রসাদ রায়চৌধুরি	রঘুনাথ চক্রবর্তী	সন্দীপ সিংহ	সাধন রায়চৌধুরি
ড. সুব্রতা সরকার	সুজয় গাঙ্গুলি	ও সুব্রত রায়।	

এই তথ্যানুসন্ধানী দলটি তমলুক, চণ্ডীপুর, নন্দীগ্রাম, ভূতামোড়, গড়চক্রবেড়িয়া, সোনাচূড়া সহ উপদ্রুত এলাকাগুলি পরিদর্শন করেন এবং ২০০জনেরও বেশী ব্যক্তির সঙ্গে কথাবার্তা বলে তথ্য সংগ্রহ করেন। এ ছাড়া দলটি তমলুক জেলা হাসপাতাল ও নন্দীগ্রাম ব্লক স্বাস্থকেন্দ্রে ১৪ মার্চের ঘটনায় আহত চিকিৎসাধীন ব্যক্তিদের প্রত্যেকের সঙ্গে কথাবার্তা বলে তাঁদের

বক্তব্য লিপিবদ্ধ করেন এবং ঐ হাসপাতাল দু'টির আধিকারিক, চিকিৎসক ও নার্সিং স্টাফ সহ অন্যান্য স্বাস্থকর্মীদের সঙ্গেও কথাবার্তা বলেন এবং তাঁদের কাছ থেকে চিকিৎসাধীন আহত ব্যক্তিদের আঘাত ও চিকিৎসা সংক্রান্ত বিবরণ সংগ্রহ করেন। তথ্যানুন্ধানকারীরা তমলুক জেলা হাসপাতালের মর্গে রাখা মৃতদেহগুলিও পর্যবেক্ষণ করেন এবং মর্গের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের কাছ থেকে ১৪ মার্চের ঘটনায় নিহত ব্যক্তিদের আঘাতের ধরন বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করেন। ঐ দুই হাসপাতাল চত্বরে সমবেত বিশাল সংখ্যক উদ্বিগ্ন আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সঙ্গেও তথ্যানুন্ধানকারীরা কথাবার্তা বলেন। অ-সরকারি সংগঠনসমূহ, উচ্ছেদবিরোধী আন্দোলনের কর্মীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেও প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়। এ ছাড়া জেলাশাসক, মহকুমা শাসক ও বিভিন্ন পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গেও কথাবার্তা বলা হয়।

প্রশাসনের ভূমিকা

১৫।০৩।২০০৭ তারিখে সন্ধ্যা ৮টার সময় তথ্যানুসন্ধানী দলটি পূর্ব মেদিনিপুরের জেলাশাসকের অফিসে যান, সেখানে জেলাশাসক শ্রী অনুপ আগরওয়াল উপস্থিত ছিলেন। দলটি জেলাশাসককে তাঁদের নন্দীগ্রামে যাওয়ার দৃঢ় সংকল্পের কথা জানান এবং তৎক্ষণাতই যাতে তাঁরা নন্দীগ্রাম যেতে পারেন তার জন্য জেলাশাসকের সহায়তা চান।

কিন্তু জেলা শাসক নানান অজুহাত দেখিয়ে সহায়তার কোনও অনুরোধ শুনতেই রাজি হন না। তিনি বলেন, পূর্ব মেদিনিপুরের জেলাশাসক ঐ রিট পিটিশনের কোনও পার্টি নন, আর এরকম কোনও সহায়তার ব্যাপারে তাঁর কোনও আইনি অথবা নৈতিক দায়িত্ব নেই। তারপর তিনি টিমের সদস্যদের উপদেশ দেন নন্দীগ্রাম না যেতে, কারণ, তাঁর মতে, টিমের সদস্যদের নিরাপত্তার বিষয় ছাড়াও তাঁদের দেখে নন্দীগ্রামের মানুষরা উত্তেজিত হয়ে উঠতে পারেন, আর তার ফলে আইনশৃঙ্খলার সমস্যা দেখা দিতে পারে। তথ্যানুসন্ধানী দলটি চণ্ডিপুর থানায় এ এস পি অন স্পেশ্যাল ডিউটি কল্যাণ ব্যানার্জির সঙ্গে দেখা করলে তিনিও একই আশঙ্কা প্রকাশ করে দলটিকে নন্দীগ্রামে যাওয়া থেকে বিরত করার চেষ্টা করেন।

এসবের থেকে আমাদের ধারণা হয়েছে যে নন্দীগ্রামের মানুষের ঐ সময়ে এ রকম সব সহায়তার জরুরী প্রয়োজন থাকলেও বাইরে থেকে কারোর নন্দীগ্রামে আসার ব্যাপারে প্রশাসন অখুশি।

১৪ মার্চের আগে . . .

এ বছরের ৬ জানুয়ারীর আগে নন্দীগ্রাম আক্রমণের জন্য পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বিপুল অস্ত্র মজুদের ও সশস্ত্র পার্টি ক্যাডারদের জড়ো হওয়ার যথেষ্ট খবর বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমেই ছিল, এ সবের কথা জানিয়ে ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি প্রশাসনের কাছে ব্যবস্থাগ্রহণের আবেদনও জানয়েছিলেন। কিন্তু সে সময়, ৬ জানুয়ারী ক্যাডারবাহিনী নন্দীগ্রামে যে সশস্ত্র আক্রমণ

চালিয়েছিল তা নিবারণ করার জন্য কোনও ব্যবস্থা পুলিশ ও প্রশাসন নেয়নি। ৬ জানুয়ারীর পর থেকে প্রায় প্রতিদিন তালপাট্টি খালের খেজুরির দিক থেকে সিপিএম এর সশস্ত্র বাহিনী আক্রমণ চালিয়েছে। অন্যদিকে হলদিয়া ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশন, সাংসদ লক্ষ্মণ শেঠ যার সভাপতি, নন্দীগ্রামের উপর অর্থনৈতিক অবরোধের চেষ্টা চালিয়েছে। নন্দীগ্রাম থেকে হলদিয়ায় কৃষি পণ্য নিয়ে যাওয়ার প্রধান পরিবহন যে ফেরি ব্যবস্থা, সেই ফেরি তারা বন্ধ করে দিয়েছে। নন্দীগ্রাম যাওয়ার সড়ক পথ গুলিতে সিপিএম অনেকগুলি স্থায়ী শিবির বসায়। নন্দীগ্রামে ঢুকতে চাওয়া সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের, সামাজিক কর্মীদের, এমন কি সাধারণ মানুষদেরও তারা নিয়মিতভাবেই হেনস্থা করত, বাধা দিত।

আড়াই মাসেও যখন চারপাশের এলাকার এই সশস্ত্র পার্টি-ক্যাডার ও নেতারা সেখানকার জমি অধিগ্রহণ বিরোধী আন্দোলনকে দমন করতে অসমর্থ হয়, তখন সেখানে পুলিশি আক্রমণের কথা ভাবা হয়। সেই মুহূর্তে হঠাৎ এরকম আক্রমণের আর কোনও জরুরি কারণ ছিল না।

সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট থেকে দেখা যাচ্ছে যে নন্দীগ্রামে যে আক্রমণ চালানো হয় তা পূর্বপরিকল্পিত ও সেই অনুযায়ী ব্যবস্থাদিও করে রাখা হয়েছিল আগে থেকেই। ১২ তারিখেই সংবাদমাধ্যমের রিপোর্টে দেখা যায় যে সরকার এরকম একটা পরিকল্পনা করছেন। নন্দীগ্রামে একটি সর্বদলীয় সভা হয়, ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি যে সভা বয়কট করেন। সেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে, নন্দীগ্রামে পুলিশ ঢুকবে। বিভিন্ন জায়গা থেকে এই রকম আক্রমণে অভিজ্ঞ পার্টি ক্যাডার ছাড়াও কৃষ্ণনগর, জলপাইগুড়ি ও অন্যান্য জায়গা থেকে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী আনা হয়েছিল। প্রশাসনের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা, মন্ত্রীরা ও সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষমতার অধিকারীরা যে এই পূর্বপরিকল্পনায় জড়িত ছিলেন সেকথা এই ঘটনা থেকেই পরিষ্কার হয়ে যায়। ১৪ মার্চ সকালে আক্রমণ হানার আগে আরও একটা সভার কথা সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। ঐ সভাটিতে সিপিএম নেতারা ও উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্তারা কুঞ্জপুরে সিপিআই(এম) দলের পার্টি অফিসে আলোচনা করেন। কিছুটা অপ্রীতিকর পরিস্থিতির জন্যও সরকার তৈরি ছিল বলে মনে হয়েছে—১৪ তারিখের কাজের সাফাই গাইতে গিয়ে জেলাশাসক আমাদের জানান যে, ''যখনই আমরা এলাকার মধ্যে ঢুকেছি এরকম অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে।''

১৪ মার্চের নন্দীগ্রাম অভিযানে যে বড়মাত্রায় রক্তপাত, আহত ও নিহত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তাও প্রশাসনের জানা ছিল বলেই মনে হয়। কারণ অভিযানে চালানোর জন্য গাড়িগুলিক কনভয়ে অ্যাম্বুলেন্সও ছিল বলে জানা গেছে।

১৫ তারিখ সন্ধ্যায় তমলুক হাসপাতালে আমাদের দলটি তমলুক মহকুমা শাসক শ্রীমতি নীলাঞ্জনা দাশগুপ্তের সঙ্গে দেখা করে। শ্রীমতি দাশগুপ্ত আমাদের জানান যে ১৪ তারিখে যে ঘটনা ঘটে তার কোনও আগাম বার্তা তাঁর কাছে ছিল না। এরকম একটা ঘটনা যে ঘটানো হবে, জেলা প্রশাসনের সঙ্গে সে বিষয়ে কোনও আগাম পরিকল্পনা করা হয় নি। পুলিশি অভিযানের পরিকল্পনার পিছনে কোনও ঘটনার প্ররোচনা ছিল কিনা তাও তিনি বলতে পারেন

নি, কারণ ঐ এলাকাটি জেলার অন্যান্য এলাকা থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল, ভিতরে কী ঘটছে সে সম্বন্ধ তাঁদের কোনও ধারণা ছিল না। তিনি শুনেছেন একটি গণধর্ষণের ঘটনা ঘটেছিল, সেটা ঘটনাটি ঘটার কারণ হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু ঐ ঘটনাটি সঠিক কিনা, তা তিনি বলতে পারেন নি। তিনি আরও জানান যে এলাকায় খাদ্যবস্তুর দাম বাড়া ও খাদ্যের অপ্রতুলতা নিয়ে কেউ কেউ চিন্তিত ছিলেন।

ঘটনাবলী যে জেলা প্রশাসনের হাতের বাইরে ছিল সেটা বোঝা যায় এই ঘটনা থেকে যে, ঐ দিন যখন গুলি চলছিল, তমলুকের মহকুমা শাসক তখন একটি উন্নয়ন সম্পর্কিত মিটিংয়ে ছিলেন। তমলুক মহকুমার সব বিডিও ও পঞ্চায়েত সভাপতিরাও তাঁর সঙ্গে ঐ মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলেন। বেলা আড়াইটার সময় তিনি নির্দেশ পান যে তাঁকে মিটিং বন্ধ করে তখনই তমলুকের জেলা হাসপাতালে যেতে হবে—ঐ হাসপাতালটিকে আহতদের ভর্তি করার জন্য তৈরি রাখার জন্য। প্রশাসনের কিছু ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলে আমাদের ধারণা হয়েছে যে যাতে করে ঐ এলাকায় আস্তে আস্তে পুলিশ যেতে পারে, তার জন্য এ এস পি ও অন্যান্য কিছু পুলিশ অফিসার সাধারণ মানুষের মধ্যে আস্থা গড়ে তোলার একটা প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন। পাশাপাশি, জনগণের মধ্যে প্রশাসন সম্পর্কে বিরূপ ধারণা দূর করার জন্য প্রশাসনও খাদ্য-ত্রাণ ইত্যাদি নিয়ে এলাকায় যাতায়াতের একটা পরিকল্পনা করেছিলেন। জেলা প্রশাসনের একটি অংশ তাই ১৪ তারিখের ঘটনায় সম্পূর্ণ বিস্মিত হয়ে যান।

পার্টি ও পুলিশের যৌথ অভিযান

আমরা যেসব রিপোর্ট ও সাক্ষ্য পেয়েছি তা থেকে স্পষ্টতই মনে হয় যে পুলিশ বাহিনী ছিল সিপিএম এর দলীয় নেতাদের হাতে। স্থানীয় স্তরের কিছু সিপিএম নেতাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এই অভিযানের পরিকল্পনাও করা হয় পার্টি-কর্তা ও পুলিশ কর্তারা মিলে। অভিযানকারী বাহিনীর মধ্যে যেসব পার্টি ক্যাডার ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানীয় পার্টি-নেতারা ছিলেন তাঁরা পুলিশের পোশাক পরেছিলেন বলে অনেকেই সাক্ষ্য দিয়েছেন ঃ

''আমি ওখানে পুজোতে গিয়েছিলাম আর পুলিশ আমাকে তাড়া করে, আর দৌড়াতে দৌড়াতে আমি পড়ে যাই, তখন পুলিশ আর কিছু অন্য লোক (গায়ে পুলিশের পোষাক, কিন্তু পায়ে পুলিশের বুটের বদলে চটি) আমাকে নির্দয়ভাবে পেটাতে শুরু করে '' — কনকলতা দাস, স্বামীর নাম রবীন চন্দ্র দাস, গ্রাম সৌদাখালি।

''পুলিশের সঙ্গে পুলিশের ড্রেস পরা লোক ছিল, কিন্তু ওদের পায়ে, পুলিশের বুট নয়, চপ্পল ছিল''—শ্রীকান্ত মণ্ডল, পিতা গণেশ মণ্ডল, গ্রাম সোনাচূড়া।

গ্রামবাসী ও আহত ব্যক্তিরা জানান যে পুলিশি আক্রমণের সময় পুলিশের সঙ্গে অনেক গুণ্ডা-বদমাশ ও সিপিআই (এম) নেতা ছিল। তাদের কারো কারোকে তাঁরা চিনতেও পারেন। এইসব গুণ্ডা-বদমাশ ও সিপি আই (এম) নেতাদের মধ্যে নিম্নোক্তদের চিনতে পেরেছেন বলে অনেকেই বলেছেন

খেজুরির ১। বিজন রায় ২। রবিয়ুল খান ৩। হিমাংশু দাস ৪। স্বাধীন প্রামাণিক
৫। কেবল দাস (পিতা- হরিপদ দাস)

নন্দীগ্রামের ১। অশোক গুড়িয়া, সর্বভারতীয় কৃষক সভার জেলা সভাপতি
২। নব সামন্ত, সোনাচূড়ার শঙ্কর সামন্ত-র ভাই
৩। জয়দেব পাইক, সিপিআই(এম) সোনাচূড়া লোকাল কমিটি সম্পাদক, সোনাচূড়া
৪। বাদল মণ্ডল, সোনাচূড়া ৫। অনুপ মণ্ডল, পঞ্চায়েত সদস্য, সোনাচূড়া
৬। বাপি ভুঁইয়া, কৃষকসভার সভাপতি
৭। সুকেশ সানকি, পঞ্চায়েত সমিতি সদস্য
৮। লক্ষ্মণ মণ্ডল, সোনাচূড়া ১০ নং গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান
৯। চন্দন হাজরা
১০। রবীন বেরা, সিপি আই এম সাউদখালি লোকাল কমিটি সদস্য
১১। অর্জুন মাইতি
১২। ইয়াসিন খান, প্রধান, ৯ নং অঞ্চল
১৩। শতদল দাস

গ্রামবাসীরা জানান, ১৪ মার্চের ঘটনার সময় পঞ্চায়েত সদস্য অনুপ মণ্ডল একটা হাত-মাইক ব্যবহার করে গ্রামবাসীদের সরে গিয়ে পুলিশকে তার কাজ করতে দিতে বলছিলেন।

সিপিএম-এর যেসব সশস্ত্র আক্রমণকারী ওখানে উপস্থিত ছিল আহতদের একজন পরিষ্কারভাবে তাদের চিনতে পেরেছেন বলে জানিয়েছেন--

''যারা গুলি চালাচ্ছিল তাদের ৮ জনকে আমি চি নতে পেরেছি, ওরা সিপিআইএম-এর গুণ্ডা। ওদের নাম ঃ লক্ষ্মণ মণ্ডল, গাংড়া; বাদল মণ্ডল, সোনাচূড়া; জয়দেব পাইক, সোনাচূড়া; অনুপ মণ্ডল, সোনাচূড়া; সুকেশ সাঁকি, সোনাচূড়া (দক্ষিণ), বাপি ভুঁইয়া, সোনাচূড়া (দক্ষিণ); কেবল দাস, কুঞ্জপুর; পরশুরাম মণ্ডল, সোনাচূড়া''—সুবোধ দাস, পিতা গঙ্গাধর দাস। বয়স- ৫০ বছর। নিবাস- গাংড়া (নন্দীগ্রাম)। পেশা- ভ্যান চালক।

আমরা যেসব প্রত্যক্ষ দর্শীদের সঙ্গে কথা বলি, তাদের বক্তব্য অনুসারে, যেসব পুলিশ অফিসারদের নির্দেশে বুধবারের গুলিচালনা ঘটে তাদের নাম হল ঃ

১। আইজি, ওয়েস্টার্ন রেঞ্জ, অরুণ গুপ্ত ২। ডিআইজি, এন রমেশ বাবু
৩। পূর্ব মেদিনিপুরের এসপি, অনিল জি শ্রীনিবাস ৪। খেজুরি থানার ও-সি, অনিল হাটি
৫। এসডিপিও, স্বপন সিন্হা

তাঁরা আরও জানান যে নিম্নলিখিত জায়গায় সিপিআই (এম) অস্ত্রের বিরাট ভাণ্ডার লুকিয়ে রেখেছে ঃ

১। কুঞ্জপুরের পার্টি অফিস ২। রানিচকের আইসিডিএস অফিস
৩। শেরখানচকের জননী ইটভাটা ৪। খেজুরিতে বিজন রায়ের বাড়ি

১৪ মার্চের ঘটনাবলীর অনুক্রম

প্রত্যক্ষদর্শী ও আহতদের সঙ্গে আলোচনায় দেখা যায় যে এঁরা ঘটনার যে বিবরণ দিচ্ছেন তা মোটামুটি এক। যে ৬২ জন আহত ও প্রায় ২০০ জন গ্রামবাসীর সঙ্গে আমরা কথা বলেছি তার ভিত্তিতে ১৪ মার্চের ঘটনার বিবরণ নিম্নরূপ—

নন্দীগ্রাম হাসপাতালে বুলেটবিদ্ধ যুবক

নন্দীগ্রামের মানুষ জানতেন যে তাঁদের জমি অধিগ্রহণের প্রথম ধাপ হিসাবে ঐ দিন পুলিশ ও পার্টি-গুণ্ডারা এলাকায় আবার ঢোকার চেষ্টা করার সম্ভাবনা রয়েছে। তাঁরা ঠিক করেন যে গৌরাঙ্গ পূজার (বলা হয়, গৌরাঙ্গ ঠাকুর তাঁর ভক্তদের রক্ষা করেন) মাধ্যমে তাঁরা একটা শান্তিপূর্ণ প্রতিরোধ করবেন।

একই সঙ্গে তাঁরা একটা কোরান পাঠেরও কর্মসূচী গ্রহণ করেন। এই কর্মসূচির কথা প্রচারিত হতে দলে দলে মানুষ ধর্মানুষ্ঠানদুটির জায়গায় এসে উপস্থিত হন। ভাঙাবেড়ায় পূজা হচ্ছিল রাস্তায় আগেই কাটা খাতের মধ্যে। মোটামুটি ৫০০০-৬০০০ লোক ছিলেন সেখানে, তার মধ্যে ৩০০০ নারী, আর ৪০০-৫০০ শিশু। সমবেত মানুষদের কাছে কোনও অস্ত্র ছিল না, কারণ তাঁরা ধর্মীয় অনুষ্ঠান অংশ নিচ্ছিলেন। নারী ও শিশুরা সামনে থাকবে স্থির হয়, কারণ তাঁরা মনে করেছিলেন যে, পুলিশ নারী ও শিশুদের উপর হিংস্র আক্রমণ নামাবে না।

ঐ দিন সকালে তালপাটি খালের ওপারে খেজুরিতে, গাড়ি করে, বাসে করে, আগ্নেয়াস্ত্র ও টিয়ার গ্যাস নিয়ে অনেক পুলিশ আসে। তাদের সঙ্গে ছিল সিপিআই(এম)-এর অনেক সশস্ত্র ক্যাডার। ভাঙাবেড়া ব্রিজে এসে তারা ব্রিজের কাছে জানুয়ারী মাসের আন্দোলনে কাটা একটা বড় খাত ভরে ফেলে। কেউ তাতে বাধা দেয়নি।

নন্দীগ্রাম হাসপাতালে মাথায় আঘাত পাওয়া যুবক

তারপর তারা ব্রিজের ওপর দিয়ে এগোতে থাকে। যা বোঝা গেল, তার আগে কোনও সতর্কীকরণ করা হয়নি। কয়েকজন বলেছেন যে সিপিএম-এর অনুপ মণ্ডল একটা হাত-মাইক নিয়ে কিছু বলছিলেন। কিন্তু বেশির ভাগই কিছুই শুনতে পান নি, পুলিশ কী করবে এ সম্পর্কে কোনও আগাম সতর্কীকরণ তাঁরা পান নি। সতর্কীকরণ ছাড়াই পুলিশ ও সিপিআই(এম) বাহিনী বোমা ও টিয়ার গ্যাস ছুঁড়তে শুরু করে। এতে জনতা চোখে অন্ধকার দেখেন, তাঁরা ভীত ও বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। এই সময় পুলিশ ও গুণ্ডারা গুলিচালনা শুরু করে, গুলি চালাতে চালাতে তারা এগোতে থাকে। গুলিচালনা ও কাটা গর্ত ভরাট করার পরিকল্পনা পূর্ব-পরিকল্পিত ছিল বলে মনে হয়। গুলি চলে মোটামুটি ১৫ মিনিট ধরে। হিংস্র আক্রমণ চলে এর পরে আরো দেড় ঘন্টার মত সময় ধরে।

পশ্চাদ্দেশে গুলিবিদ্ধ মহিলা

এই সময় বর্বর ও পরিকল্পিত আক্রমণ চলার অনেক অভিযোগ রয়েছে। যাঁরা আহতদের উদ্ধার করছিলেন তাঁদের তা করতে দেওয়া হয়নি। গাংড়ার পুষ্পেন্দু মণ্ডল, পিতা মাধব মণ্ডল, পেটে ও ডান হাতে গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন। পুলিনবিহারী মণ্ডল (পুষ্পেন্দুর প্রতিবেশী) তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন।

কিন্তু পুলিশের লাঠি চার্জের ফলে পুলিন পালাতে বাধ্য হন। পুলিশ ও গুণ্ডারা বলপূর্বক পুষ্পেন্দুকে নিয়ে যায়।

মহিলারাই সহিংসতার লক্ষ্য ছিলেন সর্বাধিক

মহিলাদের ধরে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করা হয়। যেসব মহিলা লুকোনোর চেষ্টা করেন বা পুকুরে নেমে চোখের জ্বালা কমানোর চেষ্টা করেন, বলপূর্বক তাঁদের বের করে মারধোর করা হয়। অনেক বাড়ি ও দোকানে লুটপাট হয়। প্রয়োজনীয় ন্যূনতম বলপ্রয়োগের পরিবর্তে মানুষের মনে ভয় ও ত্রাস সৃষ্টির উদ্দেশ্যে, তাদের মনোবল ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য পুলিশ যত বেশি সম্ভব বল প্রয়োগ করেছে বলেই মনে হয়।

যারা এই আক্রমণ প্রতিরোধ করার চেষ্টা করছিল তাদের মধ্য থেকে ১৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে মারাত্মক সব অপরাধের মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করা হয়। সেগুলির বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাবে সংযোজনী ৪-এ।

মৃতের সংখ্যা

সরকারি বিবৃতি অনুযায়ী পুলিশের গুলিচালনায় মৃতের সংখ্যা ১৪। তাদের মধ্যে ১৬ মার্চ, ২০০৭ পর্যন্ত ৯টি মৃতদেহের পরিচয় জানা যায়নি। সরকার যে সব মৃতব্যক্তির পোস্টমর্টেম করেছেন তাদের একটি তালিকা সংযোজনী ১-এ দেওয়া হল।

মৃতদের তালিকা (পূর্ব মেদিনিপুর জেলা যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শঙ্কর নারায়ণ জানার দেওয়া তথ্য অনুযায়ী)

ক্রমিক নং	নাম	স্ত্রী পুং	গ্রাম
১।	সাকিলা বিবি	স্ত্রী	গড়চক্রবেড়িয়া
২।	শেখ রাজা (২২)	পুং	গড়চক্রবেড়িয়া
৩।	শম্ভু পাল	পুং	সোনাচূড়া
৪।	ইমাদুল খান	পুং	গড়চক্রবেড়িয়া
৫।	প্রলয় গিরি	পুং	সাউদখালি
৬।	রাজারাম দাস	পুং	গড়চক্রবেড়িয়া
৭।	গোবিন্দ দাস	পুং	সোনাচূড়া
৮।	রতন দাস	পুং	গাংড়া
৯।	সুপ্রিয়া জানা	স্ত্রী	সোনাচূড়া

১৫ মার্চ, ২০০৭ পর্যন্ত ৫ টি দেহ সনাক্তকরণ করা যায় নি।

আমরা যে ২০০-রও বেশি গ্রামবাসীর সঙ্গে কথা বলি তাঁদের এবং তমলুক ও নন্দীগ্রাম হাসপাতালে ভর্তি আহত ব্যক্তিদের মতে ১৪ মার্চের গুলিচালনার ফলে ১০০-র বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন। তাঁরা অভিযোগ করেন যে, বেশির ভাগ মৃতদের পুলিশ ও সিপিএম-এর গুণ্ডারা ট্রাকে করে খেজুরির দিকে নিয়ে গেছে বা ভাঙ্গাবেড়ায় নতুন মেরামত করা রাস্তার তলায় পুঁতে রেখেছে।

আমরা তমলুক ও নন্দীগ্রাম হাসপাতালে যে সব আহত ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলি তাঁদের সাক্ষ্যের জন্য সংযোজনী ২ দেখুন।

মৃতদেহ গায়েব করা

ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির এক কর্মী আবু তাহের ১৬ মার্চ আমাদের জানান পুলিশের সঙ্গে যোগসাজসে নিম্নলিখিত উপায়ে মৃতদেহগুলি গায়েব করে ফেলা হয়েছে বলে তাঁর কাছে খবর আছে

জননী ইঁটভাটার একটি সেপটিক ট্যাঙ্কে ৫ টি মৃতদেহ ঢুকিয়ে রাখা হয়েছিল। ১৫ তারিখে রাত ৮টায় হলদিয়া সৎকার সমিতি থেকে নয়া চরে কয়েকটি লঞ্চ আসে। খেজুরি থেকে ঐ মৃতদেহগুলি নয়াচর নিয়ে গিয়ে লঞ্চে তোলা হয়। কয়েকটি মৃত দেহ পোড়ানো ছিল। বাকিগুলি নদীর অপর পারে দাহ করা হয়। দেহগুলি তেখালি থেকে হেড়িয়া নিয়ে যাওয়ার জন্য ভ্যান ব্যবহার করা হয়, তারপর দেহগুলি কোথায় নিয়ে যাওয়া হয় জানা নেই।

সোনাচূড়ার কাছে একটি সূর্যমুখী খেতে সুধাংশু সামন্ত কয়েকটি মৃতদেহ পুঁতে রাখে। সিবিআই আসছে খবর পেয়ে মৃতদেহগুলি সরিয়ে নিয়ে একটি বাঁশের ব্রিজের নিচে পুঁতে ফেলা হয়। ঠিক কোথায় পোঁতা হয়েছে তার সন্ধান দিতে পারবে স্থানীয় মানুষ।

সিপিআই(এম)-এর সশস্ত্র ক্যাডাররা খেজুরি কলেজের একতলার একটি ঘর ৪টি মৃতদেহ রাখার গুদাম হিসাবে ব্যবহার করে। সিবিআই আসছে খবর পেয়ে তারা ঐ মৃতদেহগুলি পাচার করার চেষ্টা করে কিন্তু তা করতে সফল হয় নি, কারণ পুলিশ আর সাহায্য করতে রাজি নয়।

ভাঙ্গাবেড়ার দক্ষিণে একটি পুকুরে ৩টি শিশুর দেহ পাওয়া গেছে। দুটি দেহ ভাসছিল, আর একটি একপাশে পড়ে ছিল। গ্রামবাসীরা যখন দেহগুলি উদ্ধার করতে যায়, পুলিশ তা করতে দেয় নি। সাংবাদিকদেরও সেখানে যেতে দেওয়া হয়নি।

তমলুক হাসপাতালে আহত গ্রামবাসী

ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির আবদুস সামাদ ১৬ মার্চ আমাদের জানান যে ভাঙ্গাবেড়া ব্রিজের কাছে একটি গর্ত ভরাট করার সময় শিশু ও অন্যদের দেহ মাটি দিয়ে চাপা দেওয়া হয়েছে। ভাঙ্গাবেড়ায় শঙ্কর সামন্তের বাড়ির কাছেও কিছু মৃতদেহ মাটি চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে। তিনি সিবিআই দলটিকেও একথা জানিয়েছেন, কিন্তু তারা মাটি খুঁড়ে দেখতে রাজি হয় নি।

কিন্তু শঙ্কর সামন্তের বাড়িতে তারা রক্তের চিহ্ন, মেয়েদের জামাকাপড় ও অন্তর্বাস পেয়েছে। ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির কর্মী সুমিত সিনহা ও মহীদুলও অনুরূপ তথ্য জানান।

দৈনিক স্টেটসম্যান সংবাদপত্রের সাংবাদিক সুকুমার মিত্র আমাদের জানান যে মৃতদেহগুলি নিম্নলিখিত স্থানে সরিয়ে ফেলা হয়ে থাকতে পারে—

১৯ মার্চ গেঁয়োখালিতে ২টি মৃতদেহ পাওয়া গেছে, সেগুলি ১৪ মার্চের ঘটনায় মৃতদের দেহ হতে পারে।

উলুবেড়িয়ায় ১ জন মৃত ও ১ জন অজ্ঞান ব্যক্তিকে পড়ে থাকতে দেখা গেছে। তারাও নন্দীগ্রামের ঘটনায় নিহত হতে পারে।

কাদিরাবাদ চরে একটি সুন্দরী ধরনের গাছের জঙ্গল আছে। সেখানে কিছু মৃতদেহ পাচার করা হয়ে থাকতে পারে,, কারণ ঐ জায়গাটিকে আগে সিপিএম-এর গুণ্ডারা লুকোনোর জায়গা হিসাবে ব্যবহার করত।

নয়া চরের কাছে মীন দ্বীপে মৃতদের পোড়ানো হয়ে থাকতে পারে।

তালপাট্টি খালের ওপারে খেজুরিতে ৭টি ইটভাটা (তার মধ্যে আছে জননী ইঁটভাটা ও শিবানী ইঁটভাটা) ও ২টি টালি কারখানা মৃতদেহ পাচার করার কাজে লাগানো হতে পারে।

আক্রান্ত ও চিকিৎসাধীন ব্যক্তিরা

নন্দীগ্রাম হাসপাতালে ১৪ মার্চ ২০০৭ থেকে ১৬ মার্চ২০০৭ (বেলা ২টা পর্যন্ত) যে ৮৩ জনকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয়, তাঁদের আঘাতের একটা সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ ঃ

আঘাতের ধরন	সংখ্যা
মৃত অবস্থায় আনীত*	৪
গুলিবিদ্ধ	২৩
লাঠি জাতীয় ভোঁতা অস্ত্রের আঘাত	৪৯
মস্তিষ্কে আঘাত (লাগার ফলে)	৩
শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ক্ষত	৩
মারধোর ও গণধর্ষণ	২
তীব্র বুকব্যথা	১
অন্যান্য সমস্যা	৪
চোখে যন্ত্রণা	৫
মোট	**৯৪**

*১জন মাথায় গুলিবিদ্ধ, ২ জন পেটে গুলিবিদ্ধ, ১ জন পেটে ছুরিকাহত

এ ছাড়াও, বেশির ভাগ আহত ব্যক্তিই পোস্টট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার থেকে ভুগছিলেন।

তমলুকের মহকুমা শাসক যা দেখেছেন বলে বলেছেন তা অনুযায়ী পুলিশরা যে সব আঘাত পেয়েছে, সেগুলি নিম্নরূপ ঃ

* সিআই ভূপতি নগরের গালে ছড়ে যাওয়ার দাগ বা ক্ষতস্থান আছে।
* এগরার এসডিপিও-র হাতে লেগেছে।
* জলপাইগুড়ি থেকে আনীত দুজন কনস্টেবলেরও আঘাত লেগেছে, তবে তাদের ঠিক কী হয়েছে তা তিনি বলতে পারেন নি।

তিনি শুনেছেন যে তমলুকের এসডিপিও ও এএসপি-র ও ছোটখাট আঘাত লেগেছে।

নন্দীগ্রাম হাসপাতালে আহতদের সারি

১৬ আগস্ট ডাক্তারদের একটি দল কালিচরণপুরে আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসা করেন। ক্যাম্পের পর তাঁরা জানান যে তাঁরা মোটামুটি ২০০ জন আহত ব্যক্তির চিকিৎসা করেছেন, আর তার মধ্যে অন্তত ১০০ জন বুলেটের আঘাত পেয়েছেন। বুলেটের আঘাতগুলি সবগুলিই শরীরের মধ্যভাগে, হাঁটুর উপরে।

তাঁদের সবারই চোখে তখনো টিয়ার গ্যাসের জ্বালা, ৩০-৪০ জনের চোখে মারাত্মক ধরনের আঘাত আছে। (সোহাগী হলদিয়া হেমাটোলজি, থ্যালাসেমিয়া কেয়ার, প্রিভেনশন অ্যাণ্ড ব্লাড ট্রানফিউশন সেন্টার-এর মেডিক্যাল টিমের মৌখিক রিপোর্ট)

এই রিপোর্ট থেকে এটা পরিষ্কার যে অনেক রোগিই হাসপাতাল যেতে ভয় পাচ্ছিলেন বা তাঁদের হাসপাতাল যাওয়ার মত অবস্থা ছিল না। চিকিৎসা পরিষেবা বেশীর ভাগ দুর্গতদের কাছে পৌঁছাচ্ছিল না।

খেজুরি ব্লকের প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যেতে পারে নি এই টিম। তাই সেখানে কতজন আহত ছিলেন বা কতজনকে মৃত অবস্থায় আনা হয়েছিল তা আমরা জানি না। অনেক আহত ও অন্যান্য ব্যক্তিদের যেহেতু পুলিশ খেজুরির দিকে নিয়ে চলে যায়, এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে ঐ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কিছু আহতদের ভর্তি করা হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য আমাদের হাতে নেই। এটা উল্লেখ করা দরকার যে আমরা যেসব এনজিও ও রিপোর্টারদের সঙ্গে কথা বলি তারা খেজুরি থানাভুক্ত এলাকায় যেতে ভীতি বোধ করছেন, কারণ তাঁদের মনে হয়েছে যে ওখানে গেলে সিপিআই(এম)-এর সশস্ত্র ক্যাডাররা আক্রমণ করতে পারে।

চিকিৎসা পরিকাঠামো

নন্দীগ্রাম থানা এলাকায় চিকিৎসার পরিকাঠামো ভয়ানক অপ্রতুল। ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এক্স-রে, আল্ট্রাসোনোগ্রাম, সিটি স্ক্যান, এমআরআই ও রক্ত ইত্যাদি পরীক্ষার ব্যবস্থা নেই, যদিও ভর্তি হওয়া রোগিদের অনেকের আঘাতই বেশ মারাত্মক এবং তাঁদের এ সব পরীক্ষার প্রয়োজন। রোগিদের স্থানান্তরের ব্যবস্থা, অ্যাম্বুলেন্স ইত্যাদিও অপ্রতুল। ফলে রোগিদের স্থানান্তরের উপযুক্ত ব্যবস্থা নেই।

পরিকল্পিত যৌন হিংসা ও ধর্ষণ

পুলিশ ও সিপিআই(এম) ক্যাডাররা বিশেষ করে মহিলাদের তাদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু করেছে।

নন্দীগ্রামে ১৪ তারিখে যে হিংসাত্মক পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তাতে দেখা যায় যে পুলিশ ও সিপিআই(এম) ক্যাডাররা বিশেষ করে মহিলাদের তাদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু করেছে। হাসপাতাল ও অন্যত্র এই আক্রমণের শিকারদের কাছ থেকে আমরা যেসব সাক্ষ্য নিই, তার মধ্যে ৩০ জনই মহিলা। নন্দীগ্রাম ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রর দেওয়া আহতদের তালিকায় ৬৯ জনের মধ্যে ৩৯ জনই মহিলা।

তাঁদের দেওয়া সাক্ষ্য ও গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথাবার্তায় একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মহিলাদের উপর বিশেষভাবে নিপীড়ন চালানো হয়েছে তাঁদের যৌন লাঞ্ছনা করার জন্য, তাঁদের মনোবল ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য।

যেসব মহিলাদের মারধোর করা হয়েছে তাঁরা অভিযোগ করেন যে তাঁদের এমন অশালীন ভাষায় গালিগালাজ করা হয়েছে যেগুলি তারা মুখে উচ্চারণ করতে পারছেন না। তাঁদের আঘাত করা হয়েছে বিশেষ করে বুকে, পেটে ও যৌন অঙ্গে। পুরুষ পুলিশই তাঁদের উপর মারধোর করেছে, যদিও সেখানে মেয়ে পুলিশও ছিল।

> "ছেলে পুলিশরা আমাদের পেটাচ্ছিল, আর মেয়ে পুলিশরা দাঁড়িয়ে দেখছিল। পেটানো শেষ হলে মেয়ে পুলিশরা আমাদের টেনে ভ্যানে ঢুকিয়ে দেয়।" —গৌরি মণ্ডল, স্বামী- তরুণ মণ্ডল, গ্রাম- সোনাচূড়া)

অনেক মহিলা যাঁরা এমন কি পূজায়ও অংশ নেননি, শুধু দাঁড়িয়ে দেখছিলেন, তাঁরাও এই

গোলযোগের ভিতর পড়ে যান, তাঁদেরও বেধড়ক মারধোর করা হয়।

> "পুলিশরা প্রথমে আমাকে উত্যক্ত করছিল, জিজ্ঞাসা করছিল আমি কেন এখানে এসেছি, তারপর আমাকে ভয়ানক মারধোর করল। আমি বারবার ওদের বলছিলাম আমাকে ছেড়ে দিতে, কিন্তু ওরা সেকথা শুনছিল না।"
>
> —শঙ্খ গোলা, স্বামী- মনোরঞ্জন গোলা, গ্রাম-সোনাচূড়া।

পুলিশের গুলিচালনা ও পুলিশের লাঠিচার্জ ছাড়াও সিপিআই(এম) ক্যাডাররা মহিলাদের নানারকম যৌন নির্যাতন করে। তার মধ্যে আছে, কাপড় ধরে টানাটানি করা, বিবস্ত্র করা, বিবস্ত্র অবস্থায় ফেলে রাখা। কমবয়সী মেয়েদের ধরে ভ্যান ও গাড়িতে করে নিয়ে যাওয়া হয়।

> "আমার ডান কাঁধে গুলি লাগে। আমি তখন পালাতে চেষ্টা করলে পুলিশ আমাকে তাড়া করে ধরে ফেলে, ধরে আমার কাপড় খুলে দেয়। আমাকে উলঙ্গ করে ওরা আমাকে লাথি মারতে থাকে, তারপর একদিকে ফেলে রাখে। আমি ওখানে পড়ে ছিলাম। প্রায় সন্ধ্যার সময় একজন আমাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসে। আমি যখন ওখানে পড়ে ছিলাম তখন আমার চোখের সামনে পুলিশ দুটি কমবয়সী মেয়েকে টেনে নিয়ে যায়। মেয়ে দুটিকে আমি চিনি না।"
>
> — কাজল ঘড়াই, স্বামী- রতন ঘড়াই, গ্রাম- সোনাচূড়া।

নন্দীগ্রাম ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নার্সের সঙ্গে কথা বলার সময় আমরা জিজ্ঞাসা করি, কোনও মহিলা ধর্ষিতা হয়েছেন কিনা। তিনি জানান, হন নি। কিন্তু হাসপাতালে অন্যরা আমাদের টিমের মহিলাদের জানান যে দুজন ধর্ষিতা আছেন সেখানে। এর পরই কেবল আমাদের প্রচেষ্টায় এই রোগিদের ধর্ষিতা বলে লিপিবদ্ধ করা হয়ঃ

> **গৌরি প্রধান (২২)** স্বামী- জয়দেব প্রধান, তিনটি শিশুর জননী, গ্রাম- গোকুলনগর, ঘটনাস্থল- অধিকারীপাড়া।
>
> আঘাতের ধরন- **গণধর্ষণ ও অন্যান্য আঘাত নিয়ে অজ্ঞান অবস্থায় ভর্তি হন।**
>
> ঘটনার বিবরণ- আমি জমায়েতে গিয়েছিলাম, তখন পুলিশ টিয়ারগ্যাস আর বন্দুক ছুঁড়তে শুরু করল। আমি পালানোর চেষ্টা করিস কিন্তু তিনটে পুলিশ আমাকে ধরে ফেলে। আমার হাত ধরে টানতে টানতে এরা আমাকে একটা খালি বাড়িতে নিয়ে যায়। আমাকে এমন পেটানো হয় যে আমি আর প্রতিরোধ করার মত অবস্থায় ছিলাম না। একজন পুলিশ আমার হাত ধরে রাখে, আর দুজন জোর করে আমাকে ধর্ষণ করে। তারপর আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। তিন নম্বর পুলিশটাও আমাকে ধর্ষণ করেছে কিনা আমি জানি না। এখানে কীভাবে এলাম তাও আমি জানি না। হাসপাতালে এসে আমার জ্ঞান ফেরে।

কাজল মাঝি (৩৬) স্বামী- বিকাশ মাঝি, গ্রাম- কালিচরণপুর ঘটনাস্থল- গোকুলনগর

আঘাতের ধরন- **পুলিশ দ্বারা ধর্ষণ**

ঘটনার বিবরণ- আমি জমায়েতে যোগ দিতে গিয়েছিলাম, পূজোর জায়গায় বসে ছিলাম। যখন পুলিশ এসে টিয়ারগ্যাস ছুঁড়তে লাগল, আমি চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না। আমি তাই নড়াচড়া না করে এখানেই বসে থাকি। এরপর ওরা গুলি চালাতে শুরু করে, আমাদের দিকে এগিয়ে আসে। ওরা আমাকে ধরে ফেলে, বেধড়ক পেটাতে শুরু করে। আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। যখন জ্ঞান ফেরে, তখন আমি দেখতে পাই, একটা গোয়ালে পড়ে আছি, আর বুঝতে পারি যে আমাকে ধর্ষণ করা হয়েছে। আমার জামাকাপড় ছেঁড়া, বুকে আর যৌনাঙ্গে ব্যথা, গায়ে কালশিটে, আমি বুঝতে পারি যে আমাকে জোর করে ধর্ষণ করা হয়েছে। আমি একটা খালি গোয়ালে পড়ে ছিলাম। আমার প্রতিবেশীরা আমাকে এখানে আসতে সাহায্য করে।

হিংসা ও শিশু হত্যা

মহিলাদের সাথে পূজোয় অংশ নিতে, পূজো দেখতে এসেছিল যে সব শিশুরা, তারাও পুলিশের গুলি চালনা ও লাঠিচার্জের মুখে পড়ে। অনেকেই অভিযোগ করেছেন যে শিশুদের টেনে ছিঁড়ে, পুকুরে ছুঁড়ে হত্যা করা হয়েছে। অনেকেই বলেছেন যে তাঁরা নিজের চোখে দেখেছেন যে শিশুদের উপর গুলি চলেছে, শিশুরা মারা গেছে।

(সংযোজনী ২ দেখুন)

মাথায় গুরুতর আঘাত পাওয়া বালক

নন্দীগ্রাম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন শিশু

"আমি আরও দেখি যে পুলিশ বাচ্চাদের মেরে বস্তায় পুরে নিয়ে যাচ্ছে।"—কাজল ঘড়াই, স্বামী- রতন ঘড়াই, গ্রাম- সোনাচূড়া।

"আমরা বাচ্চাদের বাঁচাতে চেয়েছিলাম, কিন্তু পুলিশ তাদের ধরে নিয়ে যায়। ওরা বাচ্চাদের পেটে লাথিও মারছিল"

—রেণুকা বালা কর, স্বামী- সম্পদ কর, গ্রাম-গোপালনগর।

"আমি দেখেছি যে পুলিশ মেয়েদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে, ছোট ছোট বাচ্চাদের ওরা পুকুরে ছুঁড়ে ফেলছিল"— সত্যবালা মণি, স্বামী- আনন্দ মণি, গ্রাম- সাউদখালি চর।

"ওরা গুলি চালিয়ে, কেটে দু'টুকরো করে, এমনকি চিরে দুফাঁক করে বাচ্চাদের মেরে ফেলেছে।"— লতা মণ্ডল, স্বামী- শকুন মণ্ডল, গ্রাম- গোকুলনগর) .

৩৮ জন নিখোঁজের মধ্যে ১১ জন শিশু। এ ছাড়াও আমরা বাচ্চাদের নিখোঁজ অথবা নিহত হওয়ার আরও রিপোর্ট পেয়েছি। একজন ফলবিক্রেতা টেরা পাখিরায় একটি বাচ্চাকে খুঁজে পায়, তার সঙ্গে কেউ ছিলনা। বাচ্চাটি বলছে যে তার বাড়ি গড়চক্রবেড়িয়ায়। ও বলছে, পুলিশ ও গুণ্ডারা যখন আক্রমণ নামায় তখন ও ও-র চারজন বন্ধুর সঙ্গে ছিল। সেই বন্ধুদের কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।

স্কুল-কলেজে পুলিশ ক্যাম্প

চারটে স্কুল-কলেজে পুলিশ ক্যাম্প বসেছে। এর ফলে সেখানকার ২৫০০-৩০০০ ছাত্রছাত্রীদের পঠনপাঠন ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে—

সীতানন্দ কলেজ, নন্দীগ্রাম

জি কে শিক্ষা নিকেতন, গোকুলনগর

গোকুলনগর গোবিন্দ জিউ শিক্ষা নিকেতন

সোনাচূড়া কে সি এ মিলন মন্দির

লুটপাট

লুটপাট হয়েছে নিম্নলিখিত জায়গাগুলিতে ঃ

শ্রীকান্ত পাইকের দোকান ও বাড়ি, ভাঙ্গাবেড়া, ১৪ মার্চ

স্বদেশ দাস অধিকারী, প্রদীপ অধিকারী ও অজিত অধিকারীর বাড়ি, অধিকারীপাড়া, গোকুল নগর, ১৪ তারিখ এবং/অথবা ১৬ তারিখ (সাক্ষী- হৃষিকেশ ঘড়াই, পিতা- (মৃত) কালীচরণ ঘড়াই, গ্রাম- সাউদখালি)

নন্দীগ্রামের অশোক দাস জানিয়েছেন যে তাঁর জামাই মঙ্গল দাসের (পিতা- শক্তি দাস, গ্রাম- গোকুলনগর) বাড়ি ভেঙ্গে ঢুকে লুটকরা হয়েছে।

নিখোঁজ মানুষ, জনশূন্য লোকবসতি

গড়চক্রবেড়িয়া, সোনাচূড়া ইত্যাদি গ্রামে আমরা অনেক তালাবন্ধ বাড়ি পড়ে থাকতে দেখি। গোকুলনগর, সোনাচূড়া ও অন্যান্য গ্রামের এমন অনেক মানুষের সাক্ষাৎ পাই আমরা যারা পালিয়ে জনা মোড়ের নানা জায়গায় আশ্রয় নিয়েছেন। পুলিশ ও গুণ্ডাদের অভিযানের ফলে একটা ছিন্নভিন্ন অবস্থা, সন্ত্রাসের অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, যাতে অনেক পরিবার, অনেক

মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন। যেমন—

১। রম্পা পাত্র, স্বামী- নূপুর পাত্র, গ্রাম- সোনাচূড়া, গোলপাড়া

বিবরণ ঃ আরো অনেক মহিলার সঙ্গে আমি ১৪ তারিখে পুজোয় গিয়েছিলাম। আমরা দেখলাম, অনেক গাড়ি আসছে। পুলিশের গাড়ি, সাথে একটা বাসও ছিল। দু-তিন মিনিট পর ওরা আমাদের দিকে টিয়ারগ্যাস ছুঁড়তে শুরু করে। কয়েকজন ওদের দিকে পাথর ছোঁড়ে। তারপরই হঠাৎ আমাদের দিকে বুলেট ছুটে আসে। আমি দেখেছি কমবয়সী মেয়েদের পুলিশ ধরে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে। আমি ওদের চিনতে পারি নি, কারণ তখন দাগে টিয়ার গ্যাসের ধোঁয়ায় আমাদের চোখ খুব জ্বলছিল, চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না, আর খুব ভয় করছিল। আমি ও আরও অনেকে সোনাচূড়া থেকে পালিয়ে যাই, অন্য জায়গায় আশ্রয় নিই। আমাদের পাড়া থেকে অন্তত ৪০ ঘরের মানুষজন পালিয়ে গেছে। মেয়ে পুলিশরা দাঁড়িয়ে ছিল, কিন্তু ছেলে পুলিশরাই আমাদের চুল ধরে টানছিল, আমাদের পেটাচ্ছিল, বুক ধরে টানাটানি করছিল, আর ভয়ানক অশ্লীল গালিগালাজ করছিল।

২। নাজিমা খাতুন স্বামী- শেখ ইসলাম নজরুল, গ্রাম- ৭ নং জালপাই

বিবরণ ঃ গ্রামে মাইকে আমরা শুনেছিলাম যে পুলিশ আসছে, তাই আমরা গ্রামে যাতে পুলিশ ঢুকতে না পারে তার জন্য মেয়েরা আর বাচ্চারা সামনে দাঁড়িয়ে পড়ি, আর ছেলেরা থাকে আমাদের পেছনে। প্রথমে দেখতে পাই যে ৫-৬ গাড়ি পুলিশ আসছে, তারপর আরও গাড়ি আসতে থাকে, আর তারপর দেখি এত গাড়ি, এত পুলিশ যে গুণে শেষ করা যাচ্ছে না। ৪-৫০০০ মেয়ে আর বাচ্চা আহত।

আমাদের কেউ কিছু বলেনি, মাইকে করে সাবধান করে দেয়নি। ওরা লাইন করে আমাদের দিকে আসছিল। তারপর ওরা টিয়ার গ্যাস ছোঁড়ে, আমরা পালাতে শুরু করি। তারপর এক ঝাঁক গুলি ছুটে আসে। আমার চারপাশে মানুষ (গুলি খেয়ে) পড়েছিল। ওরা যখন তাড়া করে আসে আমি পড়ে যাই। আমি দেখেছি, একটা বাচ্চাকে গুলি করা হয়েছে, বাচ্চাটার মা যখন ওকে উদ্ধার করতে আসে, তাকেও গুলি করা হয়। এখনো মৃতদেহ পাওয়া যাচ্ছে। আজও জঙ্গল থেকে একটা দেহ পাওয়া গেছে। যেসব মেয়েরা পূজোর জায়গায় গিয়েছিল তাদের অনেককে পাওয়া যাচ্ছে না, অনেক কমবয়সী মেয়েকে টেনে পুলিশের গাড়িতে তোলা হয়েছে, তাদের কোনও খবর নেই।

পরিবারগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, ছড়িয়ে গিয়েছে, কারা কারা নিখোঁজ তা বোঝা কঠিন হয়ে পড়েছে।

আমরা ১৬ মার্চ সন্ধ্যা পর্যন্ত নিখোঁজদের নিম্নলিখিত তালিকাটি পেয়েছি—

নিখোঁজ ব্যক্তিদের তালিকা

কে সংবাদ দিয়েছেন	কে কে নিখোঁজ
বাসন্তী উত্থাসিন। ৬০ বছর। স্বামী- মন্টু উত্থাসিন। গ্রাম- সোনাচূড়া	একটি শিশু (জলি উত্থাসিন) ছাড়া পরিবারের কাউকে খুঁজে পাচ্ছেন না।
অনুভা খাঁড়া। তমলুক হাসপাতালে ভর্তি আছেন, পায়ে গুলির আঘাত। স্বামী- রাসবিহারী খাঁড়া কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে কার্জন ওয়ার্ডে ভর্তি আছেন। সোনাচূড়া	৩টি ছেলেমেয়েকে পাচ্ছেন না।
শ্যামলা মাহাতো। স্বামী- গোবিন্দ মাহাতো। গ্রাম- সোনাচূড়া	জয়দেব মাহাতো। পিতা- গোবিন্দ মাহাতো সন্ধ্যারাণী মাহাতো। স্বামী- জয়দেব মাহাতো বিশু মাহাতো (১২)। পিতা- জয়দেব মাহাতো পূজা মাহাতো (৮)। পিতা- জয়দেব মাহাতো শুকদেব মাহাতো। পিতা- গোবিন্দ মাহাতো আরতি মাহাতো। স্বামী- শুকদেব মাহাতো মুশা মাহাতো। পিতা- শুকদেব মাহাতো
তপন সামন্ত গ্রাম- ৭ নং জালপাই	জ্ঞাতি ভাই সুব্রত সামন্ত (২৪) পিতা- প্রণব সামন্ত।
গ্রামবাসীরা	বাদল চন্দ্র মণ্ডল। পিতা - (মৃত) গোবর্ধন মণ্ডল। গ্রাম- ৭ নং জালপাই। তাঁকে শেষ দেখা গেছে পেটে ও পায়ে গুলিবিদ্ধ অবস্থায়
সীতা মাইতি। স্বামী- প্রভাত মাইতি।	গ্রাম- সোনাচূড়া স্বামী প্রভাত মাইতি।
কবিতা দাস অধিকারী। স্বামী- সলিল দাস অধিকারী। গ্রাম-গোকুলনগর	সলিল দাস অধিকারী, স্বামী পূর্ণিমা দাস অধিকারী, জা অনিমেষ দাস অধিকারী (৯ বছর), ভাসুরপো অতনু দাস অধিকারী (৭ বছর), ভাসুরপো অপর্ণা দাস অধিকারী (৩ বছর), ভাসুরঝি ভাসুর পুলিশের হাতে ধরা পড়েন, পিটুনি খান, ১৫ তারিখে ছাড়া পান।

কে সংবাদ দিয়েছেন	কে কে নিখোঁজ
অশোক দাস। নন্দীগ্রাম	মঙ্গল দাস। জামাই। পিতা- শক্তি(দাস। গ্রাম-গোকুলনগর
সন্ধ্যা মাইতি। স্বামী- প্রভঞ্জন মাইতি নন্দীগ্রাম হাসপাতালে ভর্তি	প্রভঞ্জন মাইতি—স্বামী। সাবিত্রী বিজলী—মেয়ে (স্বামী- সুদর্শন বিজলী)
গু(পদ মাইতি, পিতা- প্রভঞ্জন মাইতি	স্ত্রী টুম্পা মাইতি (২০), পুত্র গৌতম মাইতি(২), ভাগ্নী টুম্পা প্রধান (১৩)
অজিত জানা, বড় কেশবপুর, নন্দীগ্রাম	প্রতিবেশী পঞ্চানন দাস। পিতা- গুণধর দাস
কৃষে(ন্দু মণ্ডল ও বেণীমাধব মণ্ডল গ্রাম- গাংড়া	ছোটভাই, পু(েপন্দু মণ্ডল (পিতা-পুলিন বিহারী মণ্ডল। গ্রাম- গাংড়া । পেটে ও ডান হাতে গুলিবিদ্ধ হন। প্রতিবেশী পুলিন বিহারী মণ্ডল তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু পুলিশের লাঠিচার্জের ফলে পুলিন বিহারী পালাতে বাধ্য হন। পুলিশ পুষ্পেন্দুকে নিয়ে যায়।
প্রতিবেশীরা	জয়দেব দাস। পিতা- হারাধন দাস সোনাচূড়া
চন্দন দাস। গ্রাম- কালীচরণপুর। নন্দীগ্রাম হাসপাতালে ভর্তি	বাসন্তী কর (স্বামী গোরাচাঁদ কর) কালীচরণপুর

তথানুসন্ধানী দলটি নন্দীগ্রামে দুদিন থাকাকালীন ৩৮ জন নিখোঁজের রিপোর্ট পেয়েছে। নিখোঁজদের কয়েকজনের সন্ধান গ্রেপ্তার থাকা এবং তখনো পর্যন্ত অসনাক্ত(বা গায়েব করা মৃতদেহের মধ্যে পাওয়া যেতে পারে।

১৪ মার্চ থেকে গ্রেপ্তার হয়ে থাকা ব্যক্তি(দের তালিকা আমরা তমলুকের মহকুমা শাসকের কাছ থেকে ২১ মার্চ পেয়েছি। তা ছাড়া, কয়েকটি (েত্রে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া পরিবারের সদস্যদের পরস্পরের খবর দিই।

সোনাচূড়া গ্রামের লোকেরা প্রথমে ১৬ জন নিখোঁজ ব্যক্তি(র একটি তালিকা তৈরি করেন। তাঁদের ধারণা, লোকেরা গ্রামে ফিরে আসতে শু(করলে তাঁরা আরো বেশি খবর পাবেন, আর নিখোঁজের তালিকাটি আরো লম্বা হবে।

বর্তমান অবস্থা

আমরা ১৫ ও ১৬ মার্চ যখন মানুষজনের সঙ্গে দেখা করি, তাঁরা তীব্র আতঙ্কগ্রস্থ অবস্থাক মধ্যে ছিলেন। গ্রামের পর গ্রামে বাড়িগুলি খালি।

ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি ১০,০০০ মানুষের একটি মিছিল করে ১৬ তারিখে সোনাচূড়ায় এসে লোকেদের বাড়ি ফিরে আসতে বলে। কিন্তু লোকজনের মনে আতঙ্ক ছিল যে মিছিল যখন চলে যাবে, আমাদের টীমের মত বাইরের লোকেরা যখন ফিরে যাবে, তখন সশস্ত্রপার্টি-ক্যাডাররা আবার ফিরে এসে তাঁদের উপর অত্যাচার করবে।

অনেক মহিলা আমাদের বলেছেন যে গত কয়েক রাত্রি তাঁরা জঙ্গলে কাটাচ্ছেন। আর এ সব করতে হচ্ছে ৮০ দিন ধরে রাত্রি জাগরণের পর। ৬ জানুয়ারির আত্র(মণের ঘটনার পর থেকেই লোকেরা রাত জেগে পাহারা দিচ্ছিলেন।

কয়েকটি কথা এলাকার মানুষ বারবার আমাদের বলেছেন ঃ

- আমরা এখানে পুলিশ চাই না। পুলিশ চলে গেলে তবেই এলাকায় শান্তি ফিরবে।
- এটা একটা লজ্জাজনক ব্যাপার। ব্রিটিশদের হার মানায় এ অত্যাচার।
- সিপিআই(এম) জনকল্যাণের কথা বলে। কিন্তু খুন, শিশুহত্যা, ধর্ষণ ও অগ্নিসংযোগ কি জনকল্যাণ?
- ২০০-৩০০ জন নিহত হয়েছেন। ঠাকুর থানের গর্তে ওদের মাটি-চাপা দেওয়া হয়েছে। সিবিআই তা খুঁড়ছে না কেন?
- সিবিআই রিপোর্টের জন্য আমরা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে প্রতী(া করছি।
- সরকার যদি পুলিশ তুলে না নেয়, আমরা কিন্তু তাহলে বেআইনি কাজকর্ম শু(করে দেব।
- আমাদের রাজ্যে আইনের শাসনই নেই।

১৬ তারিখ পর্যন্ত পুলিশ ও পার্টি-ক্যাডাররা মানুষকে সন্ত্রস্ত করার কাজ চালিয়ে গেছে। সিপিআই(এম)-এর সংগঠন সারা ভারত কৃষক সভার পূর্ব মেদিনিপুরের সভাপতি শ্রী অশোক গুড়িয়া ১৬ মার্চ পুলিশের সঙ্গে ভাঙ্গাবেড়ায় উপস্থিত ছিলেন। সেখানে একটা মিছিল এলে তিনি পুলিশের সামনেই মিছিলের লোকদের ভয় দেখান। পুলিশ তাঁকে থামানোর কোনও চেষ্টা করে নি। (সা(্য দিয়েছেন তপন মাইতি, পিতা বীরেন্দ্রনাথ মাইতি, গ্রাম-সুবানি চক, এবং ১৬ তারিখে সোনাচূড়ায় উপস্থিত অনেক গ্রামবাসী)

মানুষের মনে প্রশাসনের উপর কী দা(ণ অবি(াস, প্রতিদিন সিপিএম-এর আত্র(মণের সম্ভাবনা, আর পুলিশ পার্টির হয়ে কাজ করছে বলে পুলিশ ক্যাম্পগুলি কীরকম আতঙ্ক ছড়াচ্ছে তার দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে এ সব।

পর্যবে(ণ ও সুপারিশ

পর্যবে(ণ

১। নন্দীগ্রামে ১৪ মার্চের ঘটনাবলী পূর্ব-পরিকল্পিত। সরকারের উচ্চপদে থাকা পার্টি-কর্মকর্তারা ও পুলিশ অফিসাররা প্রচুর প্রস্তুতি নিয়ে এটি কার্যকর করে। এর জন্য মুখ্যমন্ত্রী, যিনি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্তও বটেন, তাঁর অনুমতিও বোধহয় দরকার হয়েছিল।

২। ১৪ মার্চ নন্দীগ্রামে এই পুলিশি অভিযানের, আগে, অভিযান চলার সময় ও তার পরের ঘটনাত্র(ম পরিষ্কারভাবে সিপিআই(এম) পার্টি, পুলিশ ও প্রশাসনের মধ্যে একটি যোগসাজসের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে।

৩। প্রতিবাদী যে জনতা ১৪ মার্চ সকালে ভাঙ্গাবেড়ায় ছিল তারা জমায়েত হয়েছিল একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান ঘিরে। জমায়েতটি ছিল শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্র। ঐ জমায়েত বেআইনিও ছিল না, কারণ ঐ এলাকায় জমায়েতের উপর কোনও নিষেধাজ্ঞা ছিল না। জনতা কারোর চলার পথ অবরোধ করে নি, কারোর কোনও সমস্যাও সৃষ্টি করে নি। ভাঙ্গাবেড়া ব্রিজের কাছে কাটা গর্তটি ভরাট করার কাজেও তারা বাধা দেয় নি। আমরা যে ৬২ জনের সা(্য নিয়েছি আর ২০০ জনের বেশি মানুষের সঙ্গে কথা বলেছি তা থেকে এগুলি পরিষ্কার। এটাও পরিষ্কার যে আহত পুলিশের সংখ্যা মাত্র ৪ জন, আর তাদের আঘাতও গু(তর নয়। তাই বলা যায় যে গুলিচালনার পেছনে কোনও উসকানিও ছিল না।

৪। পুলিশ ও সিপিআই(এম) দলের ক্যাডাররা ছিল দা(ণ সশস্ত্র। পুলিশের ন্যুনতম বলপ্রয়োগ করার যে নিয়মাবলী আছে তাও মানা হয়নি। গুলিচালনার আগে জনতাকে যথেষ্ট সতর্কবার্তা দেওয়া হয়নি, ছত্রভঙ্গ হওয়ার মত সময়ও দেওয়া হয়নি। আহত অবস্থায় হাসপাতালে আসেন ৮৫ জন, ৮ জনকে মৃত অবস্থায় আনা হয়। অনেক মানুষ গৃহচ্যুত হন, বাড়ি থেকে পালিয়ে যান অনেকে। বাড়ি ও দোকান লুঠ করা হয়। অন্তত দুজন মহিলা ধর্ষিতা হন। অনেক মহিলা যৌন নির্যাতনের শিকার হন। আহতদের উদ্ধার করতে এসেও অনেকে লাঠিচার্জের মুখে পড়েন। প্রশাসন যে অকারণ বেশি বলপ্রয়োগ করেছেন, এ সবই তার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। এ থেকে এটাও বোঝা যায় যে পুলিশ ও গুণ্ডারা যে বলপ্রয়োগের ঘটনা ঘটায় সেটা খুব কম সময়ের জন্য নয়। প্রায় দেড় ঘন্টা ধরে চলেছে তা। যেসব উচ্চপদস্থ অফিসাররা সেখানে উপস্থিত ছিলেন তারা বলপ্রয়োগের এই বাড়াবাড়ি বন্ধ করতে পারতেন।

৫। মনে হয়েছে যে যৌন হিংসার প্রয়োগ ছিল ঐ অভিযানের একটি বিশেষ অঙ্গ। যদিও জমায়েতে বেশিরভাগই ছিলেন মহিলা, কোনও মেয়ে পুলিশ ব্যবহার করা হয় নি। পু(ষ পুলিশ ও পু(ষ ক্যাডার নিষ্ঠুরতার সঙ্গে কাজ করেছে। ধর্ষণ, যৌন নির্যাতন ও অশ্রাব্য ভাষা ব্যবহারের রিপোর্ট পাওয়া যাচ্ছে।

৬। গুলিচালনার ৩৬ ঘন্টা পরে আমরা যখন ঐ এলাকায় পৌঁছাই তখনও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল যে অনেক মানুষ পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডারে ভুগছেন। মানুষরা আমাদের বলেছেন যে আহতদের দেখে তাঁদের নাওয়াখাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আমরা শুনেছি যে অনেক মানুষ বাড়ি ছেড়ে জঙ্গলে লুকিয়ে আছেন। সব জায়গায় মানুষকে প্রচণ্ড ত্রু(দ্ধ দেখা গেছে, কিন্তু একই সঙ্গে তাঁরা ভীতও বটে, যদি ১৪ তারিখের ঘটনার আবার পুনরাবৃত্তি ঘটে?

৭। ১৪ তারিখের ঘটনা একটা বিরাট সংখ্যক মানুষকে নিজের দেশে, নিজের এলাকায় গৃহহারা করেছে। অনেক মানুষ ভয়ে বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছেন। কোথাও কোথাও পুরো গ্রাম খালি, অনেক লোক দূরে আত্মীয়-বন্ধুদের বাড়ি আশ্রয় নিয়েছেন। কেউ কেউই আবার নন্দীগ্রাম প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আশ্রয় নিয়েছেন। আমরা এমন সব মানুষের কথা শুনেছি যারা জানুয়ারি থেকে মার্চ মাসেই খেজুরি থেকে পালিয়ে সোনাচূড়া ও তার আশপাশের গ্রামে আশ্রয় নিয়েছিলেন, ১৪ তারিখে তাঁরা দ্বিতীয়বার নিরাশ্রয় হলেন। এদের খুঁজে বের করা কঠিন হবে।

৮। আমরা যাদের সঙ্গে কথা বলেছি তাঁরা জানিয়েছেন যে প্রতিবাদস্থলে অনেক শিশু ছিল, পুলিশ ও ক্যাডারদের অভিযানে তারাও আহত হয়। কিন্তু আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে ল(্য করেছি যে আহত বা নিহতদের তালিকায় কোনও শিশু নেই। এর থেকে সবচেয়ে ভয়ানক সন্দেহটাই মাথায় আসে, যেসব শিশু আহত বা নিহত হয়েছে, তাদের চুপিসাড়ে পাচার করে ফেলা হয়েছে।

৯। জনগণের মধ্যে প্রশাসনের উপর অনাস্থা তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে পুলিশ সম্পর্কে মানুষ দা(ণ সন্দিহান। গ্রামের পুলিশ ক্যাম্পগুলিতে পুলিশ থাকা নিয়ে খুব (োভ রয়েছে। মানুষ মনে করছেন যে লুঠপাট, খুন ও সন্ত্রাস ছড়ানোর কাজে পুলিশ পার্টি-গুণ্ডদের উৎসাহ দেবে, তাদেরই র(া করবে।

১০। ১৬ তারিখ পর্যন্ত সরকারের তরফ থেকে মানুষের দুঃখ লাঘবের বিশেষ উদ্যোগ দেখা যায়নি। নন্দীগ্রাম হাসপাতালে যেটুকু ব্যবস্থা আছে, যে কজন কর্মী আছেন, তাদের উপর প্রচণ্ড চাপ পড়ছিল, অথচ হাসপাতালের ব্যবস্থাকে জোরালো করার কোনও পদ(েপ বিশেষ দেখা যায়নি। জেলা প্রশাসন, বিশেষত জেলাশাসক, যেন জনগণকে তাদের ভাগ্যের উপর ছেড়ে রাখতেই পছন্দ করছিলেন। তাদের উপর যে অত্যাচার হয়েছে তা নিয়ে কেস দায়ের করার জন্য জনগণকে সাহায্য করার কোনও প্রচেষ্টা দেখা যায় নি। ঘরছাড়া মানুষদের ঘরে ফেরানোর কোনও উদ্যোগ নেই। নিখোঁজ ব্যক্তি(দের, হারিয়ে যাওয়া পরিবারগুলির সন্ধান করার জন কোনও বিশেষ ব্যবস্থাও নেওয়া হয়নি (তমলুক হাসপাতাল ছাড়া)। কোনও কোনও জায়গায় এমন কি খাদ্য সংকটও দেখা দিয়েছে। হাসপাতালে যেসব মহিলারা ভর্তি আছেন তাদের যৌন নিগ্রহ হয়েছে কি না সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি, বা সে বিষয়ে কাউন্সেলিং করা হয়নি।

সুপারিশসমূহ

১। নন্দীগ্রাম ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসা ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।। খেজুরির জনকা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাতে অসরকারী সংগঠন ও অন্যান্য সমাজকর্মীরা যেতে পারেন তার ব্যবস্থা করতে হবে, সেখানকার চিকিৎসা ব্যবস্থাও জোরদার করতে হবে।

২। চিকিৎসা সংক্রান্ত সহায়তা, খাদ্য, মানসিক কাউন্সেলিং ও আইনগত সহায়তা দরকার ওখানকার মানুষদের। কিন্তু এখন যেহেতু প্রশাসনের উপর মানুষের প্রচণ্ড অনাস্থা রয়েছে, ক্রোধ রয়েছে, প্রশাসনের পক্ষে দুর্গত এলাকায় ঢুকে সরাসরি এধরনের পরিষেবা দেওয়া সম্ভব নয়। সে কারণে প্রস্তাব রাখা হচ্ছে যে আবেদনকারী সংগঠনগুলি, ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির মত স্থানীয় মানুষের সংগঠন ও নাগরিক সমাজের অন্য প্রতিষ্ঠানগুলি, যারা ইতিমধ্যেই ওখানে গিয়ে দুর্গত মানুষদের চিহ্নিতকরণ করা ও তাদের সাহায্যের কাজ করছে, সরকার বাইরে থেকে তাদের সহায়তা দিক।

৩। জনগণের আস্থা ফিরিয়ে আনতে গ্রাম থেকে পুলিশ ক্যাম্প এখনই তুলে নিতে হবে।

৪। যাঁরা নিহত হয়েছেন, যাঁরা আহত হয়েছেন, এবং এলাকার মধ্যে থেকেও যাঁরা গৃহচ্যুত, তাঁদের সবাইকে সরকারের তরফ থেকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। গৃহচ্যুত মানুষদের ঘরে ফিরিয়ে নেওয়ার দায়িত্বও নিতে হবে সরকারকে, তাদের সকলের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে—তাদের রাজনৈতিক পরিচয় যা-ই হোক না কেন।

৫। আদালত যদিও সিবিআই অনুসন্ধানের আদেশ দিয়েছেন, অনুসন্ধানের টার্মস অফ রেফারেন্স তাদের শুধুমাত্র ১৪ মার্চের ঘটনাবলীর মধ্যে বেঁধে রেখেছে। তাই সুপারিশ করা হচ্ছে যে আদালত বিশিষ্ট নাগরিকদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করে বৃহত্তর অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করুন।

৬। ১৪ তারিখের ঘটনায় যারা অপরাধী তাদের চিহ্নিত করতে হবে, শাস্তি দিতে হবে।

৭। পুলিশ ও প্রশাসনের মধ্যে যারা পার্টি-গুণ্ডাদের সঙ্গে একসাথে কাজ করেছে বা পার্টি-নেতাদের আইন-বহির্ভূত আদেশ মেনে চলেছে তাদের চিহ্নিত করতে হবে ও শাস্তি দিতে হবে।

৮। রাজ্য সরকারের উচিত এখনই একথা ঘোষণা করা যে তারা জমি অধিগ্রহণের জন্য এরকম বলপ্রয়োগের বিরুদ্ধে। এই ঘোষণায় সিঙ্গুরকেও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, সেখানেও অনিচ্ছুক কৃষকদের জমি ফিরিয়ে দিতে হবে। সরকারকে জমি অধিগ্রহণের ভবিষ্যৎ নীতি স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করতে হবে, আর এই নীতি পাকাপাকিভাবে গ্রহণ করার আগে এ বিষয়ে খোলা বিতর্ক চালাতে হবে। সরকারকে বিশেষ করে ঘোষণা করতে হবে পুনর্বাসন নীতি, শুধু জমি মালিকদের পুনর্বাসন নয়, কৃষি মজুর, বর্গাচাষি ও গ্রামীণ শ্রমজীবী অন্যান্যরা, যাঁদের

জীবিকা জমির উপর নির্ভরশীল, তাঁদের পুনর্বাসনও।

৯। পশ্চিমবঙ্গে (এবং অন্যত্র) পুলিশবাহিনীর সংস্কার প্রয়োজন। রাজনৈতিক নেতা ও সমাজবিরোধীদের থেকে পুলিশকে বিচ্ছিন্ন করা জরুরি প্রয়োজন।

১০। পশ্চিমবঙ্গে সমাজের গণতান্ত্রিকীকরণ করা দরকার, সব ব্যাপারে স্বচ্ছতা আনা দরকার। গণতান্ত্রিক অবকাশের অভাব সৃষ্টি, ক্ষমতামদমত্ততা, সমস্ত ধরনের বিরোধীদের দাবিয়ে রাখা ও জনগণের কাছ থেকে তথ্য লুকিয়ে রাখা এ রাজ্যে সরকার ও শাসক পার্টির যেন ট্রেডমার্ক হয়ে উঠেছে। এছাড়া সমস্তা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার যেন সংবিধানের ৭৩ নং সুপারিশকে মাথায় রাখেন, সঠিক পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত গ্রাম সংসদের মিটিংয়ের মাধ্যমে সব বিষয়ে স্থানীয় মানুষের পরামর্শ নেন।

২৩ মার্চ এই রিপোর্টটি প্রকাশ করা হল।

সংযোজনীর তালিকা—

সংযোজনী-১ তমলুক হাসপাতাল মর্গে পোস্টমর্টেমের জন্য আনীত মৃতদেহ

সংযোজনী-২ ক তমলুক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আহতদের বিবরণী

সংযোজনী-২ খ নন্দীগ্রাম স্বাস্থকেন্দ্রে চিকিৎসাধীন আহতদের বিবরণী

সংযোজনী-৩ নন্দীগ্রাম ব্লক স্বাস্থকেন্দ্রে আনীত আহতদের তালিকা

সংযোজনী-৪ তমলুক জেলা হাসপাতালে আনীত আহতদের তালিকা

সংযোজনী-৫ গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি ও পশ্চিমবঙ্গ খেতমজুর সমিতি আনীত মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের ১৫ মার্চ, ২০০৭ প্রদত্ত আদেশ

সংযোজনী-৬ নন্দীগ্রাম নিয়ে কলকাতা হাইকোর্ট কর্তৃক স্বয়ংপ্রবৃত্তভাবে গৃহীত মামলায় ১৫ মার্চ, ২০০৭ প্রদত্ত আদেশ

সংযোজনী-৭ নন্দীগ্রামে ১৪ মার্চ, পুলিশ-সিপিআই(এম) যৌথ অভিযানের সময় গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের তালিকা

সংযোজনী-১

তমলুক হাসপাতাল মর্গে পোস্টমর্টেমের জন্য আনীত মৃতদেহ

নাম (বয়স) পিতা স্বামীর নাম, ঠিকানা	ধর্ম	লিঙ্গ
১। **ইমাদুল খান** (২০) পিতা--দইজান খান ৭ নং জালপাই, পোঃ গড়চক্রবেড়িয়া, নন্দীগ্রাম	মুসলিম	পুরুষ
২। **গোবিন্দ দাস** (৩০) পিতা--ভানুচরণ দাস ৭ নং জালপাই, পোঃ গড়চক্রবেড়িয়া, নন্দীগ্রাম	হিন্দু	পুরুষ
৩। **রতন দাস** (৩০) পিতা--কানাই দাস গরোম গাঙরা, থানা নন্দীগ্রাম	হিন্দু	পুরুষ
৪। **সুপ্রিয়া জানা** (৪০) স্বামী--সুকুমার জানা গ্রাম ও পোঃ সোনাচূড়া, থানা নন্দীগ্রাম	হিন্দু	মহিলা
৫। **শম্ভু (উত্তম) পাল** (৩০) পিতা গ্রাম সোনাচূড়া, থানা নন্দীগ্রাম	হিন্দু	পুরুষ

সংযোজনী-২ ক

তমলুক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আহতদের বিবরণী

তমলুক হাসপাতালে ১৫ মার্চ নেওয়া সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে

১) **শেখ সাদ্দাম হোসেন** পিতা- শেখ সিরাজুল ঠিকানা- বড় জামতলা বয়স- ১৬

ঘটনাস্থল- ভাঙ্গাবেড়া **আঘাতের ধরন**- মাথায় বুলেটের আঘাত।

ঘটনার বিবরণী- যখন খবর এল যে সিপিএম ক্যাডার ও পুলিশবাহিনী গ্রামে ঢুকতে চলেছে, তখন আমি অন্য গ্রামবাসীদের সাথে মিলে ব্যারিকেডে দাঁড়াই। পুলিশ, মিলিটারী ও কমব্যাট ফোর্স (কালো পোশাক পরিহিত) প্রথমে রাবার বুলেট ছুঁড়তে থাকে এবং কিছুক্ষণ পর শুরু হয় গুলি চালানো। আমি তখন গুলিবিদ্ধ হই, এবং জ্ঞান হারাই। আমার ভাইরা আমাকে নন্দীগ্রাম হাসপাতালে নিয়ে আসে। জখম গুরুতর দেখে তারপর তমলুক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। আমার ৩৫ বিঘা জমি আছে, ৬ ভাইয়ের সাথে ভাগাভাগিতে। পরিবারের লোকজন কোথায়, কী পরিস্থিতিতে আছে জানিনা, তাদের সাথে কোনো যোগাযোগও নেই।

২) **সীতা মাইতি** স্বামী- প্রভাত মাইতি ঠিকানা- সোনাচূড়া বয়স- ৪৭ পেশা- দিনমজুর

ঘটনাস্থল- ভাঙ্গাবেড়া **আঘাতের ধরণ**- দুটো কাঁধই ভেঙ্গে গেছে, রক্ত জমে গেছে এবং পিঠের ও পাশের দিকটায় রক্ত জমে যাচ্ছে এবং ফুলে যাচ্ছে।

ঘটনার বিবরণী- নাম সংকীর্তনে অংশ নিতে গিয়েছিলাম, পুলিশ মণ্ডপটা ঘিরে ফেলে গুলি চালাতে শুরু করে। কাঁদানে গ্যাসের জন্য জ্ঞান হারাই। জ্ঞান ফিরলে বুঝতে পারি যে প্রচণ্ড মারা হয়েছে। প্রতিবেশীরা আমাকে হাসপাতালে নিয়ে আসেন। আমার পরিবারের অন্যরা এবং স্বামী কোথায় আছে, কিছুতে বুঝতে পারছি না, শুনছি হারিয়ে গেছে।

৩) **কনকলতা দাস** স্বামী- রবীন চন্দ্র দাস **ঠিকানা**- সাউদখালি চক বয়স- ৫০ পেশা- ২৫ কাঠা জমি আছে, একাধিক ফসল হয়। তাছাড়া দিনমজুর হিসেবে কাজ করেন।

ঘটনাস্থল- ভাঙ্গাবেড়া **আঘাতের ধরন**- পিঠে আঘাত। লাঠির আঘাতের জন্য ফুলে গেছে, রক্ত জমে গেছে।

ঘটনার বিবরণী-পুজোতে গিয়েছিলাম, পুলিশ তাড়া করলে দৌড়তে গিয়ে পড়ে যাই। তখন পুলিশ এবং পুলিশের পোশাক পরা কিন্তু পায়ে চটি পরা কিছু লোক ভয়ানক ভাবে মারতে শুরু করে। আমার পরিবারের লোকজন জানে না যে আমি এখানে আছি। তারা কী পরিস্থিতিতে আছে, তা আমিও জানি না।

৪) **সুবোধ দাস** পিতা- গঙ্গাধর দাস ঠিকানা -গাংড়া বয়স- ৫০ পেশা- ভ্যানচালক

ঘটনাস্থল- ভাঙ্গাবেড়া **আঘাতের ধরন**- গুলি লেগে দুটো আঙ্গুল বাদ চলে গেছে।

ঘটনার বিবরণী- আমি পুজোর জায়গাটায় গিয়েছিলাম। একজন মাইকে ঘোষণা করে ঐ এলাকা ছেড়ে দিতে। আমরা পুলিশকে ঢুকতে দেবো না বলে ব্যারিকেড করি। পুলিশ প্রথমে রাবার বুলেট ছোঁড়ে, আমরা সরছি না দেখে গুলি ছুঁড়তে শুরু করে। আমি এদের মধ্যে ৮ জনকে চিনতে পারি, যারা সিপিএম ক্যাডার। তাদের নাম—১) লক্ষ্মণ মণ্ডল (গাংড়া) ২) বাদল মণ্ডল (সোনাচূড়া) ৩) জয়দেব পাইক (সোনাচূড়া) ৪) অনুপ মণ্ডল (সোনাচূড়া ৫) সুকেশ সানকি (দক্ষিণ সোনাচূড়া) ৬) বাপি ভুইঞা (দক্ষিণ সোনাচূড়া) ৭) কেবল দাস (কুঞ্জপুর, খেজুরি) ৮) পরশুরাম মণ্ডল (সোনাচূড়া)

আমি আমার পরিবারের লোকজনকে আসার জন্য খবর পাঠিয়েছি, কিন্তু তাদের আসার সামর্থ্য নেই।

৫) **রতিকান্ত দাস** পিতা- সুরেন্দ্র দাস ঠিকানা- ৭ নং জালপাই বয়স- ২৮ পেশা- দিনমজুর

আঘাতের ধরন- দুটো কাঁধই ভাঙ্গা

ঘটনার বিবরণী- পুজোর জায়গাতে গিয়েছিলাম। পুলিশ প্রথমে কাঁদানে গ্যাস, তারপর গুলি ছুঁড়তে শুরু করে। আমি পালাতে গিয়ে পুকুরে পড়ে যাই। পুলিশ পুকুরটা ঘিরে ফেলে এবং হুমকি দিতে থাকে যে উঠে না এলে তারা আমাদের ওপর গুলি চালাবে। আমি উঠে এলে ওরা আমায় ধরে লাঠিপেটা করতে শুরু করে ভয়ানকভাবে। আমি জ্ঞান হারাই, জ্ঞান ফিরলে দেখি আমি পুকুরের পাড়ে পরে আছি। কি করে আমি হাসপাতালে এলাম, তাও মনে করতে

পারছিনা। আমি জানি না আমার স্ত্রী কোথায়, আমি খুঁজে পাচ্ছি না। আমার শ্বশুরমশাই আমার পাশে হাসপাতালে শুয়ে আছেন।

৬) **শেখ মজহর** পিতা- শেখ রহমান ঠিকানা- ৭ নং জালপাই বয়স- ৩০

আঘাতের ধরণ- দুটো পায়েই বুলেটের আঘাত

ঘটনার বিবরণী-আমি বাড়িতেই ছিলাম। চীৎকার আর গুলির আওয়াজ শুনে দেখতে গিয়েছিলাম কী হচ্ছে। অবস্থা দেখে আমি পালাতে গেলে আমার দু পায়েই বুলেট লাগে। আমি জ্ঞান হারাই এবং তারপর জানিনা কিভাবে এখানে এসেছি। আমার বাবাও এখানে আছেন।

৭) **নিরঞ্জন দাস** পিতা- রাধাকৃষ্ণ দাস বয়স-২৬ ঠিকানা- সোনাচূড়া পেশা- চাষী

আঘাতের ধরন- লাঠিচার্জ। বুকে ব্যথা, শ্বাসকষ্ট রয়েছে, নিম্নাঙ্গে লাথি লেগেছে।

ঘটনার বিবরণী- আমরা পুজোতে অংশগ্রহণ করেছিলাম। ব্রীজের অন্য দিক থেকে ক্যাডাররা (তাদের গায় পুলিশের পোশাক থাকলেও পায়ে চটি) গালাগাল দিতে থাকে, পাথর ছুঁড়তে থাকে। পুজো করার মূল উদ্দেশ্য ছিল আমাদের অহিংস আন্দোলনের বার্তা পৌছনো আর ক্যাডার ও পুলিশদের বিবেক জাগ্রত করা। আমরা ব্যারিকেড করে শিশু ও মহিলাদের পিছনে দাঁড়াই প্রতিরোধের জন্য। প্রথমে কাঁদানে গ্যাস আর তারপর গুলি ছোঁড়া শুরু হয়, চলতে থাকে দীর্ঘক্ষণ ধরে। আমি তখন পালাবার চেষ্টা করি, কিন্তু পুলিশের পোশাক পড়া ক্যাডারদের হাতে ধরা পড়ে যাই, প্রচণ্ড মারধোর চলে আমাদের ওপর। শিশু আর মহিলাদের ওপর গুলি চলতে দেখি আমি। হাসপাতালে ঠিকভাবেই চিকিৎসা চলছে। আত্মীয়দের সাথে আমার যোগাযোগ আছে, তারা আমার সাথে দেখাও করতে এসেছিলেন।

৮) **গোপাল দাস** পিতা- মৃত্যুঞ্জয় দাস বয়স- ২৬ ঠিকানা- সোনাচূড়া পেশা- চাষী

আঘাতের ধরন- ডান কাঁধে গুলি লেগেছে

ঘটনার বিবরণী-পুজোর জায়গায় গিয়েছিলাম। তখন পুলিশ বা ক্যাডাররা (আমি ঠিক জানিনা, কিন্তু তারা চটি পরে ছিলো) প্রথমে রাবার বুলেট, তারপর গুলি ছুঁড়তে লাগে। আমি পালানোর চেষ্টা করি, কিন্তু আমার গুলি লাগে। আমার জ্ঞান হারিয়ে যায়, তারপর দেখি আমি এই হাসপাতালে। আমার পরিবারের সাথে আমার যোগাযোগ হয়নি, আমি জানিনা তারা কী অবস্থায় আছেন। আমি দেখেছি শিশু ও মহিলাদের উপর পুলিশ/ক্যাডারদের গুলি চালাতে।

৯) **নির্মল কুমার মণ্ডল** পিতা- বঙ্কিম মণ্ডল ঠিকানা- সোনাচূড়া পেশা- মিস্ত্রী

ঘটনাস্থল- সোনাচূড়া **আঘাতের ধরন**- মাথায় ভয়াবহ লাঠির আঘাত, ৪টে সেলাই পড়েছে। ডান হাত ও ডান পা মারের ফলে ফুলে আছে, নাড়াতে পারছেন না।

ঘটনার বিবরণী- পুজোয় গিয়েছিলাম। তখন পুলিশ টিয়ার গ্যাস ছুঁড়তে শুরু করে। তারপর গুলি চলতে শুরু করে, আমি তখন মহিলাদের পিছনে দাঁড়িয়ে। আমার চারদিকে লোকজন

তখন আঘাতে লুটিয়ে পড়ছে। আহতদের সাহায্য করতে, তাদের সরানোর জন্য যেতেই পুলিশ এবং ক্যাডাররা মারতে শুরু করে। আমি আমার পরিবারের লোকজনকে খবর পাঠিয়েছি, কিন্তু তারা কেউ আমার সাথে দেখা করতে আসতে পারেননি।

১০) **মণি রাণা** পিতা- বেণী রাণা ঠিকানা- গোকুলনগর পেশা- দিনমজুর

ঘটনাস্থল- গোকুলনগর **আঘাতের ধরণ**- ডান পায়ে গুলি লেগেছে।

ঘটনার বিবরণী- পুলিশ আসছে খবর পেয়ে আমি ঘটনাস্থলে যাই এবং জড়ো হওয়া মহিলাদের পিছনে দাঁড়াই। টিয়ার গ্যাস, গুলি ছুঁড়তে শুরু করলে আমি পালাতে শুরু করি। মহিলাদের উপর তখন ভয়ংকর মারধোর চলছে। এরমধ্যেই হঠাৎ করে আমার গুলি লাগে। আমি জ্ঞান হারাই, তারপর জানিনা কিভাবে এখানে এসেছি। পরিবারের লোকজনকে খবর পাঠিয়েছি, কিন্তু তারা এখনো কেউ আসেনি।

১১) **শঙ্খ গোলা** স্বামী- মনোরঞ্জন গোলা ঠিকানা- সোনাচূড়া পেশা- গৃহকর্ম ও সবজি চাষ

ঘটনাস্থল- ভাঙ্গাবেড়া **আঘাতের ধরন**- লাঠির আঘাতে মাথায় গুরুতর চোট, ৩টে সেলাই পড়েছে। ডান পা ও কলার বোন ভেঙ্গে গেছে।

ঘটনার বিবরণী- আমি পুজোয় গিয়েছিলাম। এককোনায় দাঁড়িয়ে আমি দেখছিলাম, হঠাৎই পুলিশ কাঁদানে গ্যাস, বুলেট ছুঁড়তে শুরু করে। আমি পালাতে গেলে আমাকে ওরা ধরে ফেলে অশ্লীল কথা বলতে থাকে, জিজ্ঞাসা করে কেন আমি এখানে এসেছি, তারপর নির্দয়ভাবে মারতে শুরু করে। আমি বারবার অনুরোধ করতে থাকি আমাকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য, কিন্তু সেকথা তারা শোনেনি। আমার পরিবারের লোকজন জানে না আমি এখানে আছি। তাদের অবস্থা কী তাও আমি জানি না।

১২) **অনুভা খাঁড়া** স্বামী- বিহারী খাঁড়া ঠিকানা- সোনাচূড়া পেশা- দিনমজুর

ঘটনাস্থল- সোনাচূড়া **আঘাতের ধরন**- বুলেটের ক্ষত

ঘটনার বিবরণী- সে দিন পূজোর জন্য বাসনের দায়িত্বে আমি ছিলাম। যখন পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়তে শুরু করে আমি ভয় পেয়ে বাসনকোসন নিয়ে পালাতে যাই। আমাকে আবার ফিরতে হয় বাকি বাসন নিয়ে আসার জন্য কারণ সেগুলো আমার পড়শিদের ছিল এবং সেগুলো হারালে ওরা আমাকে দায়ী করতো। লাঠি চার্জের ফলে আমার সামনেই দু-তিনটে ছেলে মারা গেল, তিনজন গুলিবিদ্ধ হল। আমার যখন গুলি লাগে তখন আমার পাশের একটা ছেলে আমাকে টেনে নিয়ে পুকুরে নামিয়ে যাতে পুলিশ আমায় মারতে না পারে। তখন পুকুরে প্রায় একশো জন। আমার এক প্রতিবেশী আমাকে হাসপাতালে নিয়ে আসে। আমি আমার পরিবারের সাথে যোগাযোগ করতে পারছি না, পুলিশ এবং ক্যাডাররা সোনাচূড়া ঘিরে রেখেছে যাতে কেউ যেতে আসতে না পারে। আমার পরিবারের লোক কিভাবে আসবে আমার কাছে?

১৩) **গৌরী মণ্ডল** স্বামী- তরুণ মণ্ডল ঠিকানা- সোনাচূড়া পেশা- গৃহকর্ম

ঘটনাস্থল- সোনাচূড়া **আঘাতের ধরন**- মুখে, কানে, মাথায়, পেটে এবং ডান পায়ে গুরুতর আঘাত। কানে ৪টা এবং কপালে দুটো সেলাই পড়েছে। ডান পায়ে অনেকটা রক্ত জমে আছে।

ঘটনার বিবরণী- আমি পুজো দেখতে গেছিলাম, হঠাৎই পুলিশ টিয়ার গ্যাস এবং গুলি ছুঁড়তে শুরু করে। আমি ছুটে পালানোর চেষ্টা করি, গুলি ছুঁড়ছে পাঁচজন মহিলার সাথে আমিও লুকিয়ে পড়ি। পুলিশ আমাদের খুঁজে বের করে এবং নির্দয়ভাবে মারতে শুরু করে। পুরুষ পুলিশরা আমাদের মারছিল অথচ মেয়ে পুলিশরা সেখানেই দাঁড়িয়ে দেখছিল। মারের পর মেয়ে পুলিশরা আমাদের টানতে টানতে একটা ভ্যানে নিয়ে গিয়ে তোলে। আমি জ্ঞান হারাই। আমার পরিবারে লোকজন কী অবস্থায় আছে আমি জানিনা, তারাও জানেনা আমি কোথায় আছি।

১৪) **পরীক্ষিত ধাড়া** পিতা- ঈশ্বরচরণ ধাড়া ঠিকানা- সাউদখালি পেশা- মোজাইক মিস্ত্রী বয়স- ৬৮

ঘটনার বিবরণী- আমি পুজো দিতে গিয়েছিলাম অপেক্ষা করছিলাম প্রসাদের জন্য। হঠাৎ লাঠি চার্জ এবং টিয়ার গ্যাস ছোঁড়া শুরু হয়। পুলিশের লাঠির আঘাত আমার উপর এসে পড়ে, আমার নাক দিয়ে অনর্গল রক্ত বেরোতে থাকে। এখানে যা চিকিৎসা হচ্ছে তা ভালোই।

১৫) **প্রজাপতি হাজরা** পিতা-ঁহরিপদ হাজরা বয়স- ৫৩ ঠিকানা- সোনাচূড়া

ঘটনার বিবরণী- আমি পোলিওতে আক্রান্ত তাই দৌড়াতে পারিনা। অন্যদের মতো আমিও পুজো দেখতে গেছিলাম, তখন লাঠিচার্জ শুরু হয়। প্রতিবন্ধী হওয়ার কারণে রেহাই পাওয়া তো দূরে থাক, মার খাই বীভৎসভাবে। আমার চারপাশে মহিলা এবং শিশুরা গুলি খেয়ে মারা যাচ্ছিল। আমার আত্মীয়রা আমার হাসপাতালে থাকার খবর জানেনা, আমার পরিবারের সঙ্গে আমার যোগাযোগ নেই। এখানে চিকিৎসার বন্দোবস্ত ভালোই।

১৬) **অশোককুমার মণ্ডল** পিতা- জগদীশচন্দ্র মণ্ডল সোনাচূড়া পেশা- জেলে বয়স-৫৩

ঘটনার বিবরণী- আমি পুজোয় গেছিলাম। যখন টিয়ার গ্যাস ছোঁড়া এবং লাঠিচার্জ শুরু হয়, আমি তখন সেই লাঠিচার্জের মধ্যে পড়ি। পুলিশ আমাকে ধরে নেয় এবং সারা গায়ে মারতে শুরু করে। তারা আমার চোখে লাঠি গুঁজে দেয়। আমি মহিলা এবং শিশুদের উপর অত্যাচার হতে দেখি।

১৭) **শ্যামলী মান্না** স্বামী- সুশান্ত মান্না ঠিকানা- ৭ নং জালপাই

ঘটনার বিবরণী- আমি পুজোতে গেছিলাম। সেখানে হঠাৎ টিয়ার গ্যাস ছুঁড়তে ও গুলি ছুঁড়তে শুরু করে। আমি পুলিশের হাতে পড়ি এবং তারা আমাকে নির্দয়ভাবে মারতে শুরু করে। আমি আমার নিজের চোখে মহিলা ও শিশুদের পুলিশের গুলির সামনে পড়তে দেখি।

সংযোজনী-২ খ

নন্দীগ্রাম স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসাধীন আহতদের বিবরণী

নন্দীগ্রাম স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ১৬ মার্চ নেওয়া সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে

১) **কাজল ঘড়াই** স্বামী- রতন ঘড়াই বয়স- ৪৫ ঠিকানা- সোনাচূড়া

ঘটনাস্থল- ভাঙ্গাবেড়া আঘাতের ধরণ- ডান কাঁধে বুলেটের ক্ষত

ঘটনার বিবরণী- আমি যখন পুজো দিতে গেছি আমার ডান কাঁধে গুলি লাগে। আমি পালানোর চেষ্টা করলে পুলিশ তাড়া করে ধরে ফেলে এবং আমার জামা কাপড় সব ছিঁড়ে ফেলে দেয়। আমাকে নগ্ন করে, লাথি মেরে একপাশে ফেলে দেয়। আমি ওখানেই পড়ে ছিলাম, বিকেলের দিকে কেউ আমাকে দেখতে পেয়ে হাসপাতালে নিয়ে যায়। আমি যখন ওখানে পড়ে আছি তখন পুলিশ দুজন তরুণীকে টানতে টানতে নিয়ে যায়। আমি ওদের চিনিনা। এছাড়াও দুটো লোকের মাথা শরীর থেকে কেটে ফেলছে পুলিশ এ দৃশ্যও আমি দেখি। পুলিশ বাচ্চাদের খুন করছিল, বস্তায় ভরে তাদের সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল।

২) **লালিবালা দাস** স্বামী- চিত্তরঞ্জন দাস ঠিকানা- ৭ নং জালপাই

ঘটনাস্থল- ভাঙ্গাবেড়া **আঘাতের ধরন**- লাঠিচার্জের ফলে মাথায় ও ডান পায়ে প্রচণ্ড আঘাত লাগে

ঘটনার বিবরণী- আমি যখন জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে মিছিলে হাটছিলাম তখন পুলিশ টিয়ার গ্যাস ছুঁড়তে শুরু করে। আমি পালানোর চেষ্টা করি কিন্তু পুলিশ আমায় ধরে ফেলে। অনেকবার আমাকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য কাকুতিমিনতি করা সত্ত্বেও ওরা বেদম মারে। আমি জ্ঞান হারাই, এখানে কিভাবে পৌছেছি জানিনা।

৩) **রেনুকা বালা কর** স্বামী- সম্পদ কর ঠিকানা- কালীচরণপুর

ঘটনাস্থল- গোকুলনগর **আঘাতের ধরন**- পিঠ এবং হাতে চোট, ফুলে আছে।

ঘটনার বিবরণী-পুজোর জায়গায় আমার বাচ্চাদের নিয়ে গেছিলাম। যখন পুলিশ আসে আমরা অনুরোধ করি ছেড়ে দিতে, বলি যে আমরা সংঘর্ষ চাইনা। ওরা টিয়ার গ্যাস এবং গুলি ছুঁড়তে থাকে। আমরা বাচ্চাদের বাঁচানোর চেষ্টা করছিলাম কিন্তু পুলিশ ওদেরই তাক করে টানতে থাকে। বাচ্চাদের পেটে বুট দিয়ে লাথি মারে। লাঠিচার্জ শুরু হলে আমার আঘাত লাগে।

৪) **কবিতা জানা** স্বামী- রাসবিহারী জানা ঠিকানা- কালীচরণপুর

ঘটনাস্থল- গোকুলনগর **আঘাতের ধরন**- পিঠ এবং হাতে চোট, ফুলে আছে।

ঘটনার বিবরণী- আমি পুজোর জায়গায় ছিলাম, তখন পুলিশ আসে। ওরা টিয়ার গ্যাস এবং গুলি ছুঁড়তে শুরু করে। আমি পড়ে যাই, তারপর পালানোর চেষ্টা করি কিন্তু ওরা আমায় ধরে ফেলে। আমি অনেকবার ছেড়ে দিতে বলা সত্ত্বেও ওরা মারতে থাকে। আমি জ্ঞান হারাই। আমার পরিবারের সাথে যোগাযোগ আছে কিন্তু সেদিন থেকে আমার ননদকে খুঁজে পাওয়া

যাচ্ছে না। ওর নাম বাসন্তী কর (স্বামীর নাম গোরতন কর)।

৫) সত্যবালা মণ্ডল স্বামী- অনাদী মণ্ডল ঠিকানা- সাউদখালি চক পেশা- গৃহকর্ম

ঘটনাস্থল- ভাঙ্গাবেড়া

আঘাতের ধরন- ডান পায়ে গুরুতর চোট, ফুলে রয়েছে, মাথায় তিনটে সেলাই পড়েছে।

ঘটনার বিবরণী- আমি পুজোর জায়গায় গেছিলাম। তখন পুলিশ টিয়ার গ্যাস ছুঁড়তে শুরু করে। আমি পালানোর চেষ্টা করলে ধরা পড়ে যাই, বেদম মারধোর চলে। আমি যখন ওখানে পড়েছিলাম তখন পুলিশ একের পর এক মহিলাকে টানতে টানতে নিয়ে গেছে, বাচ্চাদের পুকুরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। আমার প্রতিবেশীরা আমাকে এনেছে।

৬) শ্রীকান্ত মণ্ডল পিতা- গণেশ মণ্ডল বয়স-১৬ ঠিকানা- সোনচূড়া

ঘটনাস্থল- ভাঙ্গাবেড়া ব্রীজ **আঘাতের ধরন**- ঠোঁটে গুলি লেগেছে।

ঘটনার বিবরণী- আমি বাড়িতে ছিলাম, হঠাৎ খবর পাই যে পুলিশ আক্রমণ করেছে, আমি ওখানে যাই। পুলিশের সাথে পুলিশের পোশাক পড়া লোকও ছিল যারা চটি পড়েছিল। তাদের কারোর হাতে লাঠি, কারোর হাতে বন্দুক। ওরা টিয়ার গ্যাস আর গুলি ছুঁড়তে শুরু করে। আমার ঠোঁটে গুলি লাগে। আমার পাশের ছেলেটার বুকে গুলি লাগে এবং ও তৎক্ষণাৎ মারা যায়। আমি জ্ঞান হারাই, তারপর এখানে কিভাবে এসেছি জানিনা।

৭) মিনতি দাস স্বামী- নবকুমার দাস ঠিকানা- কালীচরণপুর পেশা- দিনমজুর

ঘটনাস্থল-অধিকারীপাড়া **আঘাতের ধরন**- ডান পায়ে বুলেটের ক্ষত

ঘটনার বিবরণী- আমি প্রথমে মিছিলে যাই, তারপর পুজোর জায়গায় যাই। পুলিশ মাইকে ঐ জায়গা ছাড়তে বলে, কিন্তু আমরা তা অস্বীকার করি। তারা টিয়ার গ্যাস ও গুলি ছুঁড়তে থাকে। তখন আমার ডান পায়ে আঘাত লাগে, আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। আমি জানিনা এখানে কিভাবে পৌঁছলাম।

৮) কল্পনা জানা স্বামী- নন্দলাল জানা ঠিকানা- কালীচরণপুর

ঘটনাস্থল- অধিকারীপাড়া আঘাতের ধরণ- মুখ ও চোখের চারপাশে গভীর আঘাত।

ঘটনার বিবরণী- আমি মিছিলে ছিলাম, তারপর পুজোর জায়গায় যাই। যখন পুলিশ টিয়ার গ্যাস ছুঁড়তে শুরু করে, আমার মুখের সামনে একটা টিয়ার গ্যাসের শেল ফেটে যায়। আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি, জানিনা এখানে কিভাবে এলাম।

৯) রেহমান বিবি স্বামী- শেখ জাম ঠিকানা- ৭ নং জালপাই

ঘটনাস্থল- ভাঙ্গাবেড়া **আঘাতের ধরন**- চোখে আঘাত (সম্ভবত দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন)। মাথায়, কাঁধের হাড়ে এবং পিঠে ভারী আঘাত।

ঘটনার বিবরণী- অন্যান্য জমিরক্ষা কমিটির সদস্যদের সাথে আমি মিছিলে যাই। যখন পুলিশ

টিয়ার গ্যাস ছুঁড়তে শুরু করে, আমি পালাতে গিয়ে পড়ে যাই। তারা আমাকে ধরে ফেলে নির্দয়ভাবে মারতে শুরু করে। আমার মাথায় চোট লাগে, তারপর থেকে আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

১০) লতা মণ্ডল স্বামী- শকুন মণ্ডল ঠিকানা- গোকুলনগর

ঘটনাস্থল- গোকুলনগর **আঘাতের ধরন**- পায়ে, হাতে এবং পিঠে প্রচণ্ড আঘাত।

ঘটনার বিবরণী- আমি পুজোর জায়গায় বসে ছিলাম। পুলিশ সেখানে আসে এবং লাথি মেরে মূর্তি ফেলে দেয়। আমরা তাদের ছেড়ে দিতে অনুরোধ করি, বলি যে আক্রমণ না করতে। তারা অশ্রাব্য গালিগালাজ, লাঠিচার্জ, টিয়ার গ্যাস ও গুলি ছুঁড়তে শুরু করে। ২০-২৫ জন মহিলাকে তারা মেরে রাস্তা কাটা গর্তে ফেলে দেয়, তার ওপর মাটি ফেলে রাস্তা তৈরী করে। তারা বাচ্চাদের গুলি করে দুপা ধরে টেনে ছিঁড়ে দু টুকরো করে দেয়। ৫-৬ জন মহিলাকে তারা ধর্ষণ করে এবং তারপর তাদের আর কোনো হদিশ পাওয়া যায় না।

১১) শুভ্রাংশু পাত্র পিতা- সুভাষ চন্দ্র পাত্র ঠিকানা- সোনাচূড়া

ঘটনাস্থল- ভাঙ্গাবেড়া **আঘাতের ধরন**- টিয়ার গ্যাসের শেল ফেটে মাথায় গভীর আঘাত।

ঘটনার বিবরণী- আমরা পুলিশী অনুপ্রবেশ রোখার জন্য মিটিংয়ে জড়ো হয়েছিলাম। ২৫-৩০ টি পুলিশের ও অন্যান্য গাড়ি আসে। তারা প্রথমে টিয়ার গ্যাস, তারপর গুলি ছুঁড়তে শুরু করে। আমার চারপাশের লোকরা মরতে থাকলে আমি ভয় পেয়ে দৌড়তে শুরু করি। সেই সময় টিয়ার গ্যাসের শেল আমার মাথায় লাগে। আমি পুলিশদের গাড়ীতে মৃতদেহ জড়ো করতে দেখি। তারা শিশুদের ধরে ছুঁড়ে পুকরে ফেলে দেয়।

১২) লক্ষ্মীকান্ত গায়েন পিতা- রামহরি গায়েন ঠিকানা- সোনাচূড়া

ঘটনাস্থল- ভাঙ্গাবেড়া **আঘাতের ধরন**- রবার বুলেটের আঘাত এবং সারা শরীরে লাঠিচার্জের দরুন ভয়াবহ চোট।

ঘটনার বিবরণী- আমি পুজোতে গিয়েছিলাম, এবং সেখানে পিছন দিকে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে দেখি পুলিশ গুলি ছুঁড়তে শুরু করেছে। বহু মানুষ তাতে আহত। আমি তাদের সাহায্য করার জন্য গিয়ে তাদের তুলে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে আসি। তখন একটা রবার বুলেট আমার ডান দিকে আঘাত করে। আমি পুকুরে পড়ে যাই, যেখানে তখন আমার মত আরো ৫০-৬০ জন মানুষ ছিল। পুলিশ পুকুরের চারপাশে আমাদের ঘিরে ফেলে এবং তারা জলের মধ্যে নেমে এসে সাদা পাইপের লাঠি দিয়ে আমাদের মারতে শুরু করে। আমি একপাশ দিয়ে পালাতে গেলে তারা আমাকে ধরে ফেলে প্রচণ্ড মারে, আমি জ্ঞান হারাই।

১০) শ্যামলী মাহাতো স্বামী- গোবিন্দ মাহাতো ঠিকানা- সোনাচূড়া

ঘটনাস্থল- ভাঙ্গাবেড়া **আঘাতের ধরন**-মাথায় প্রচণ্ড আঘাত, সেলাই লাগবে।

ঘটনার বিবরণী- পুলিশ এসে টিয়ার গ্যাস ছোঁড়ার সময় আমি পুজোর জায়গায় ছিলাম। তারা

আমাদের লাঠি নিয়েও তাড়া করে। আমি পড়ে যাই। ওরা নির্দয়ভাবে মারতে থাকে। আমার প্রতিবেশীরা জানলো আমাদের বাড়ি পুরো ফাঁকা। আমি জানি না আমার পরিবারের লোকজন কোথায়। আমার যে আত্মীয়রা হারিয়েছে—১) জয়দেব মাহাতো (পিতা- গোবিন্দ মাহাতো) ২) সন্ধ্যারাণী মাহাতো (স্বামী- জয়দেব মাহাতো) ৩) বিশু মাহাতো (বয়স ১২, পিতা- জয়দেব মাহাতো) ৪) পূজা মাহাতো (বয়স ৮, পিতা- জয়দেব মাহাতো) ৫) শুকদেব মাহাতো (পিতা- গোবিন্দ মাহাতো) ৬) আরতি মাহাতো (স্বামী-শুকদেব মাহাতো) ৭) মুসা মাহাতো (পিতা-শুকদেব মাহাতো)

১০) **শুভঙ্কর মাঝি** পিতা- ভানু মাঝি ঠিকানা- গোকুলনগর

ঘটনাস্থল- গোকুলনগর **আঘাতের ধরন**-ডান হাতে রবার বুলেটের প্রচ' আঘাত, পিঠে লাঠিচার্জের ফলে চোট।

ঘটনার বিবরণী- আমি মিছিলে গিয়েছিলাম। পুলিশ ও মিলিটারী এসে গুলি, টিয়ার গ্যাস ছুঁতে থাকে। আমি দৌড়তে চেষ্টা করি, তখন একটা গুলি এসে লাগে। আমি পড়ে যাই। পুলিশ এসে আমায় ধরে মারতে শু(করে।

নন্দীগ্রাম হাসপাতালে সা(াৎ হওয়া আরো কিছু আত্র(ান্ত মানুষ

১) **রাধারাণী পাকিরা,** স্বামী-ঁকৃষ(পাকিরা, ৭ নং জালপাই (টিয়ার গ্যাসের শেলে আঘাত পেয়েছেন)

২) **গোপাল গিরি,** পিতা-ঁবনমালী গিরি, সোনাচূড়া (পুলিশের মারে আহত)

৩) **সন্ধ্যারাণী মাইতি,** স্বামী- প্রভঞ্জন মাইতি, ভাঙ্গাবেড়া (ভাঙ্গাবেড়ায় গ্রামবাসীদের গৌরনিতাইয়ের পুজোর সময় পুলিশের হামলায় আত্র(ান্ত)

৪) **হরিচরণ সামন্ত,** কালিচরণপুর (বাঁ হাতে পুলিশের রবার বুলেটের আঘাত লাগে গোকুলনগরে। সি.পি.এম নেতা সুরে(ের খাটুয়া আর দেবল দাস তাকে মারার হুমকি দেন। তিনি বলেন, তাঁর সামনেই অন্তত ১৫ জনকে মারা যেতে দেখেন তিনি।)

৫) **তাপসী মান্না,** স্বামী- গু(পদ মান্না, ৭ নং জালপাই (ভাঙ্গাবেড়ায় পুজোর সময় তাঁর বুকে রবার বুলেটের আঘাত লাগে)।

৬) **শ্রীমন্ত মণ্ডল,** পিতা- জয়দেব মণ্ডল, গোকুলনগর (মালপাড়ায় পুজোর সময় তার ডান পায়ে গুলি লাগে)।

৭) **গীতাঞ্জলি বিজলী,** বয়স-৫৫, স্বামী- অলঙ্গ কুমার বিজলী, গোকুলনগর (পুজোর সময় পুলিশ তার সারা শরীরে এবং মাথায় মারধোর করে)।

৮) **সুবোধ পাত্র,** পিতা- ভূপতি চরণ পাত্র, সোনাচূড়া (তার পড়শীদের বাঁচাতে গেলে ডান পায়ে রাবার বুলেটের আঘাত লাগে)।

৯) **অশোক কুমার জানা,** পিতা- ব্যোমকেশ জানা, নাকচর (পুলিশের মারে আহত)।

১০) **রঞ্জিত মাঝি,** পিতা- সন্তোষ মাঝি, গোকুলনগর (ডান হাতে গুলি লেগেছে)।

১১) **আরতি মাইতি,** স্বামী- তপন মাইতি, কালীচরণপুর (তার মাথায় পুলিশ লাঠি দিয়ে মেরেছে, চোখে টিয়ার গ্যাসের শেল লেগেছে)।

১২) **অচিন্ত্যকুমার মণ্ডল,** পিতা- কিশোরী মোহন মণ্ডল, গাংড়া (ডান পায়ে গুলি লেগেছে)।

১৩) **লক্ষ্মী রাণী বর্মন,** স্বামী- অলীন বর্মন, পূর্ব ৭ নং জালপাই (ভাঙ্গাবেড়ায় পুজোর সময় বাঁ কাঁধে গুলি লাগে)।

সংযোজনী-৩

নন্দীগ্রাম ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আনীত আহতদের তালিকা

(বি এম ও এইচ, নন্দীগ্রাম ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্র কর্তৃক ১৬ মার্চ দুপুর ২ টায় প্রদত্ত)

নাম। বয়স। পিতা। স্বামীর নাম।গ্রাম	স্ত্রী/পুং	ভর্তির তারিখ	আঘাতের ধরন	মন্তব্য
১. রাসবিহারী খাঁড়া। ৫৫ বছর পিতা- ঈ(ের খাঁড়া গ্রাম- সোনাচূড়া	পুং	১৪ মার্চ	গুলির আঘাত	স্থানান্তরিত
২. প্রাণকৃষ(দাস। ৫২ বছর পিতা- সুরেন দাস গ্রাম- গোকুলনগর	পুং	১৪ মার্চ	ভোঁতা অংস্ত্রর আঘাত	ছেড়ে দেওয়া হয়েছে
৩. অনুভা খাঁড়া। ৩৫ বছর স্বামী- রাসবিহারী গ্রাম গোকুলনগর	স্ত্রী	১৪ মার্চ	গুলির আঘাত	স্থানান্তরিত
৪. সুনীল দাস অধিকারী। ৫৫ বছর পিতা- ভূপতি গ্রাম- গোকুলনগর	পুং	১৪ মার্চ	ভোঁতা অংস্ত্রর আঘাত	স্থানান্তরিত
৫. শেখ সাদ্দাম হোসেন। ২০ বছর পিতা- সিরাজুল গ্রাম-বরজেনলতা	পুং	১৪ মার্চ	চোখে ব্যথা	স্থানান্তরিত
৬. সুবোধ দাস অধিকারি। ৫০ বছর পিতা-গণেশ গ্রাম- গাংড়া	পুং	১৪ মার্চ	গুলির আঘাত	স্থানান্তরিত
৭. প্রসেনজিৎ খাঁড়া। ২৫ বছর পিতা- নির্মল গ্রাম- গাংড়া	পুং	১৪ মার্চ	চোখে ব্যথা	ছেড়ে দেওয়া হয়েছে
৮. মণিশংকর মাইতি। ৫২ বছর পিতা- স্বদেশ গ্রাম- সাউদখালি	পুং	১৪ মার্চ	ভোঁতা অংস্ত্রর আঘাত	ছেড়ে দেওয়া হয়েছে
৯. মন্মথ দাস। ৫২ বছর পিতা- সনাতন দাস গ্রাম- সাউদখালি	পুং	১৪ মার্চ	চোখে ব্যথা	ছেড়ে দেওয়া হয়েছে
১০. গোপাল দাস। ৩০ বছর পিতা- মৃত্যুঞ্জয় গ্রাম-সোনাচূড়া	পুং	১৪ মার্চ	গুলির আঘাত	স্থানান্তরিত
১১. লক্ষ্মী বর্মন। ৩০ বছর স্বামী- অনিল গ্রাম- ৭ নং জালপাই	স্ত্রী	১৪ মার্চ	ডান কাঁধে গুলিবিদ্ধ	ভর্তি

নাম। বয়স। পিতা। স্বামীর নাম।গ্রাম	স্ত্রী/পুং	ভর্তির তারিখ	আঘাতের ধরন	মন্তব্য
১২. অচিন্ত্য কুমার মণ্ডল। ৩০ বছর পিতা- কিশোরীমোহন গ্রাম- গাংড়া	পুং	১৪ মার্চ	ডান উ(তে ভোঁতা অস্ত্রের আঘাত	ভর্তি
১৩. শেখ মাজাহার। ৪০ বছর পিতা- রহমান গ্রাম-৭ নং জালপাই	পুং	১৪ মার্চ	ডান পায়ের তলার দিকে গুলিবিদ্ধ	স্থানান্তরিত
১৪. শুভ্রাংশু পাত্র। ৫২ বছর পিতা- সুভাষ পাত্র গ্রাম- সোনাচূড়া	পুং	১৪মার্চ	কপালে (ত	ভর্তি
১৫. গোপাল মাঝি। ২০ বছর পিতা- সন্তোষ গ্রাম-গোকুলনগর	পুং	১৪মার্চ	ডান হাতে গুলিবিদ্ধ	ভর্তি
১৬. শেখ সামি(ল। ৩০ বছর পিতা- আমি(দ্দিন গ্রাম- সোনাচূড়া	পুং	১৪ মার্চ	ডান পায়ের তলার গুলিবিদ্ধ	ভর্তি
১৭. শেখ সাহাদাত। ৫৬ বছর পিতা-নৌসাদ গ্রাম-৭ নং জালপাই	পুং	১৪ মার্চ	মুখে ভোঁতা অস্ত্রের আঘাত	ভর্তি
১৮. বনশ্রী আচার্য। ৩৫ বছর স্বামী- চন্দন গ্রাম- কেশবপুর	স্ত্রী	১৪মার্চ	পেটের ডান দিকে গুলিবিদ্ধ	স্থানান্তরিত
১৯. পৃথ্বীশ দাস। ৩৫ বছর পিতা- পূর্ণ দাস গ্রাম- গাংড়া	পুং	১৪মার্চ	মস্তিষ্কে আঘাত	স্থানান্তরিত
২০. শেখ সুলতান। ৩২ বছর পিতা-(মৃত) জব্বর গ্রাম-কাঞ্চননগর	পুং	১৪মার্চ	ভোঁতা অস্ত্রের আঘাত	ছেড়ে দেওয়া হয়েছে
২১. জ্যোৎস্না দাস। ৬০ বছর স্বামী- (মৃত) পূর্ণচন্দ্র গ্রাম- গাংড়া	স্ত্রী	১৪মার্চ	ভোঁতা অস্ত্রের আঘাত	ছেড়ে দেওয়া হয়েছে
২২. শেখ আক্সার। ৩৫ বছর পিতা-জহি(দ্দিন গ্রাম-৭নং জালপাই	পুং	১৪মার্চ	মাথায় ভোঁতা অস্ত্রের আঘাত	ছেড়ে দেওয়া হয়েছে
২৩. আরতি দাস। ৩৫ বছর স্বামী- সুবোধ গ্রাম- গোকুলনগর	স্ত্রী	১৪মার্চ	ভোঁতা অস্ত্রের আঘাত	ভর্তি
২৪. মনোরঞ্জন গিরি। ৬২ বছর পিতা- শ্রীনিবাস গ্রাম- সোনাচূড়া	পুং	১৪মার্চ	ভোঁতা অস্ত্রের আঘাত	ছেড়ে দেওয়া হয়েছে
২৫. সুফিয়া বিবি। ৪০ বছর স্বামী-মইদুল গ্রাম- ৭ নং জালপাই	স্ত্রী	১৪মার্চ	ভোঁতা অস্ত্রের আঘাত	ছেড়ে দেওয়া হয়েছে
২৬. সঞ্জীব গিরি। ২৫ বছর পিতা- বিজয় গ্রাম- সোনাচূড়া	পুং	১৪মার্চ	ডান হাতে গুলিবিদ্ধ	স্থানান্তরিত
২৭. নাথুরাম ভুঁইয়া। পিতা- মহীতোষ গ্রাম- সোনাচূড়া	পুং	১৪মার্চ	ভোঁতা অস্ত্রের আঘাত	ছেড়ে দেওয়া হয়েছে
২৮. মোসলেম মল্লিক। ৬৮ বছর পি জসিমুদ্দিন গ্রাম-গোপীমোহনপুর	পুং	১৪মার্চ	ভোঁতা অস্ত্রের আঘাত	ছেড়ে দেওয়া হয়েছে

নাম। বয়স। পিতা। স্বামীর নাম।গ্রাম	স্ত্রী/পুং	ভর্তির তারিখ	আঘাতের ধরন	মন্তব্য
২৯. সারিফা বিবি। ৩০ বছর স্বামী-মনজুর গ্রাম-৭ নং জালপাই	স্ত্রী	১৪মার্চ	টিয়ার গ্যাসের ফলে কানে ব্যথা	ভর্তি
৩০. তাপসী মান্না। স্বামী- গু(পদ গ্রাম- ৭ নং জালপাই	স্ত্রী	১৪মার্চ	বুকে ভোঁতা অস্ত্রের আঘাত	ভর্তি
৩১. লতা মণ্ডল। ২৫ বছর স্বামী- শাহজাহান গ্রাম- গোকুলনগর	স্ত্রী	১৪মার্চ	ভোঁতা অস্ত্রের আঘাত	ভর্তি
৩২. নাদিরা বিবি। ২১ বছর স্বামী- ডলু গ্রাম- ৭ নং জালপাই	স্ত্রী	১৪মার্চ	ভোঁতা অস্ত্রের আঘাত	ছেড়ে দেওয়া হয়েছে
৩৩. সুপ্রিয়া জানা। ৪০ বছর স্বামী- সুকমল গ্রাম- সোনাচূড়া	স্ত্রী	১৪মার্চ	মাথায় গুলিবিদ্ধ	মৃত অবস্থায় আনীত
৩৪. ইমাদুল খান পিতা- দাইজান গ্রাম- ৭ নং জালপাই	পুং	১৪মার্চ	মাথায় গুলিবিদ্ধ	মৃত অবস্থায় আনীত
৩৫. গোবিন্দ দাস। ৩৫ বছর পিতা-ভানুচরণ গ্রাম-৭ নং জালপাই	পুং	১৪মার্চ	বুকের ডান দিকে ছুরিকাহত	মৃত অবস্থায় আনীত
৩৬. রতন দাস। ৩০ বছর পিতা- কানাই দাস গ্রাম- গাংড়া	পুং	১৪মার্চ	পেটে গুলিবিদ্ধ	মৃত অবস্থায় আনীত
৩৭. মনজুরা বিবি। ৩৫ বছর স্বামী-শেখ জিয়াদ গ্রাম- নন্দীগ্রাম	স্ত্রী	১৫মার্চ	ভোঁতা অস্ত্রের আঘাত	ছেড়ে দেওয়া হয়েছে
৩৮. সমীরণ মোহাম্মদ। ২০ বছর পিতা- নজ(ল গ্রাম- মোহাম্মদপুর	পুং	১৫মার্চ	ভোঁতা অস্ত্রের আঘাত	ছেড়ে দেওয়া হয়েছে
৩৯. শত্তি(পদ গড়াই। ৪১ বছর	পুং	১৫মার্চ	জ্বর, ব্যথা	--ঐ--
৪০. শেখ সাহা(লে। ৩৫ বছর	পুং	১৫মার্চ	ভোঁতা অস্ত্রের আঘাত	--ঐ--
৪১. আরতি সরকার। ৪৫ বছর	স্ত্রী	১৫মার্চ	ভোঁতা অস্ত্রের আঘাত	--ঐ--
৪২. ছায়া চত্র(বর্তী। ২৭ বছর	স্ত্রী	১৫মার্চ	ভোঁতা অস্ত্রের আঘাত	--ঐ--
৪৩. জয়দেব মণ্ডল(৫৬) কালিচরণপুর	পুং	১৫মার্চ	ভোঁতা অস্ত্রের আঘাত	--ঐ--
৪৪. স্বর্ণময়ী দাস। ৪০ বছর স্বামী- গোপাল গ্রাম- গোকুলনগর	স্ত্রী	১৫ মার্চ	বাঁ কনুইতে গুলি বিদ্ধ	স্থানান্তরিত
৪৫. রহিমা বিবি। ৪০ বছর স্বামী- শামসেদ গ্রাম- ৭ নং জালপাই	স্ত্রী	১৪ মার্চ	চোখে ব্যথা	ভর্তি
৪৬. নাড়ুগোপাল মির্ধা পিতা- সুবল গ্রাম- সোনাচূড়া	পুং	১৪ মার্চ	ডান কনুইতে গুলি বিদ্ধ	ভর্তি
৪৭. লালীবালা দাস। ৪৫ বছর স্বামী- চিত্তরঞ্জন গ্রাম ৭ নং জালপাই	স্ত্রী	১৪ মার্চ	মাথায় লাঠির আঘাত	ভর্তি
৪৮. জগদ্ধাত্রী মাইতি। ৫০ বছর স্বামী-স্বদেশ গ্রাম- সোনাচূড়া	স্ত্রী	১৪ মার্চ	হাতে ভোঁতা অস্ত্রের আঘাত	ভর্তি

নাম। বয়স। পিতা। স্বামীর নাম।গ্রাম	স্ত্রী/পুং	ভর্তির তারিখ	আঘাতের ধরন	মন্তব্য
৪৯. তাপসী দাস। স্বামী- শম্ভু দাস গ্রাম- গোকুলনগর	স্ত্রী	১৪মার্চ .	ডান দিকের পশ্চাদ্দেশে গুলিবিদ্ধ	স্থানান্তরিত
৫০. শ্যামলী মাহাতো। ৫৬ বছর স্বামী- (মৃত) গোবিন্দ গ্রাম- নন্দীগ্রাম	স্ত্রী	১৪ মার্চ	মাথায় গুলিবিদ্ধ	ভর্তি
৫১. ভবানী গিরি। ৩৫ বছর স্বামী- জিতেন্দ্র গ্রাম- কাঞ্চননগর	স্ত্রী	১৪ মার্চ	বুকে গুলিবিদ্ধ	স্থানান্তরিত
৫২. কাজল ঘড়াই। ৩৫ বছর স্বামী-রতন গ্রাম- ৭ নং জালপাই	স্ত্রী	১৪ মার্চ	ডন কাঁধের পেছনে গুলিবিদ্ধ	ভর্তি
৫৩. লক্ষ্মী রায়। ৩০ বছর স্বামী- দেবকুমার গ্রাম- সোনাচূড়া	স্ত্রী	১৪ মার্চ	দেহে বাঁদিকে গুলিবিদ্ধ	ভর্তি
৫৪. শ্রীকান্ত মণ্ডল। ৩০ বছর পিতা- গণেশ গ্রাম- সোনাচূড়া	পুং	১৪ মার্চ	মুখে গুলিবিদ্ধ	ভর্তি
৫৫. অভিজিৎ গিরি। ৩২ বছর পিতা- প্রতাপ গ্রাম- কালিচরণপুর	পুং	১৪ মার্চ	ডান উর্ধবাহু গুলিবিদ্ধ	স্থানান্তরিত
৫৬. পরীা(ৎ মাইতি। ৫২ বছর পিতা- অবিনাশ গ্রাম- কালিচরণপুর	পুং	১৪ মার্চ	পেটে গুলিবিদ্ধ	স্থানান্তরিত
৫৭. সত্যব্রত মণ্ডল। ৪৫ বছর পিতা- অনাদি গ্রাম- সোনাচূড়া	পুং	১৪মার্চ	মাথায় ভোঁতা অস্ত্রের আঘাত	ভর্তি
৫৮. কাঞ্চন মাল। ৫৬ বছর স্বামী- শ্রীপতি গ্রাম- গোকুলনগর	স্ত্রী	১৪ মার্চ	বুকে গুলিবিদ্ধ	স্থানান্তরিত
৫৯. গীতাঞ্জলী বিজলী। ৫৫ বছর স্বামী- অনন্তকুমার গ্রাম- গোকুলনগর	স্ত্রী	১৪মার্চ	মাথায় ভোঁতা অস্ত্রের আঘাত	ভর্তি
৬০. শ্রীমন্ত মণ্ডল। ২৫ বছর পিতা-(মৃত) রাধেশ্যাম, গোকুলনগর	পুং	১৪ মার্চ	ডান উ(তে গুলিবিদ্ধ	ভর্তি
৬১. বিজলী মণ্ডল। ৩০ বছর স্বামী- গোরাচাঁদ গ্রাম- গোকুলনগর	স্ত্রী	১৪মার্চ	ভোঁতা অস্ত্রের আঘাত	ভর্তি
৬২. নিরঞ্জন দাস। ৩৫ বছর পিতা-(মৃত)রাধেকৃষ(গ্রাম-সোনাচূড়া	পুং	১৪ মার্চ	বুকে আঘাতজনিত ব্যথা	স্থানান্তরিত
৬৩. শুভঙ্করী মাঝি। ৩০ বছর স্বামী- ভাসিচরণ গ্রাম- গোকুলনগর	স্ত্রী	১৪মার্চ	ডান হাতে ভোঁতা অস্ত্রের আঘাত	ভর্তি
৬৪. গৌরী প্রধান। ২১ বছর স্বামী- জয়দেব গ্রাম- সোনাচূড়া	স্ত্রী	১৪মার্চ	ভোঁতা অস্ত্রের আঘাত	ভর্তি
৬৫. লক্ষ্মীকান্ত গায়েন। ২২ বছর পিতা- রামহরি গ্রাম- সোনাচূড়া	পুং	১৪মার্চ	ভোঁতা অস্ত্রের আঘাত	ভর্তি

নাম। বয়স। পিতা। স্বামীর নাম।গ্রাম	স্ত্রী/পুং	ভর্তির তারিখ	আঘাতের ধরন	মন্তব্য
৬৬. রেণুবালা কর। ৫০ বছর স্বামী- রামপদ গ্রাম- কালিচরণপুর	স্ত্রী	১৫মার্চ	ভোঁতা অস্ত্রের আঘাত	ভর্তি
৬৭. কবিতা জানা। ৪০ বছর স্বামী-রাসবিহারী গ্রাম- কালিচরণপুর	স্ত্রী	১৫মার্চ	ভোঁতা অস্ত্রের আঘাত	ভর্তি
৬৮. মিনতি দাস (৪০) স্বামী- নবকুমার	স্ত্রী	১৫ মার্চ	গুলিবিদ্ধ	স্থানান্তরিত
৬৯. কল্পনা জানা। ৪৮ বছর স্বামী- নন্দলাল গ্রাম- কালিচরণপুর	স্ত্রী	১৫ মার্চ	টিয়ার গ্যাসের ফলে চোখে ব্যথা	ভর্তি
৭০. গোপাল গিরি। ৩০ বছর পিতা-বনমালী গিরি গ্রাম-সোনাচূড়া	পুং	১৫মার্চ	ভোঁতা অস্ত্রের আঘাত	ভর্তি
৭১. সন্ধ্যা মাইতি। ৫৮ বছর স্বামী- প্রভঞ্জন গ্রাম- সোনাচূড়া	স্ত্রী	১৫মার্চ	ভোঁতা অস্ত্রের আঘাত	ভর্তি
৭২. সুধীর আরি। ৭৭ বছর পিতা- (মৃত) ভূষণ, গড়চক্র(বেড়িয়া	পুং	১৫মার্চ	ভোঁতা অস্ত্রের আঘাত	ভর্তি
৭৩. সুবোধ পাত্র। ৪১ বছর পিতা-ভূপতি গ্রাম-সোনাচূড়া	পুং	১৫মার্চ	ভোঁতা অস্ত্রের আঘাত	ভর্তি
৭৪. রাধা পাকিরা। ৫০ বছর স্বামী- কিশোর গ্রাম- ৭ নং জালপাই	স্ত্রী	১৫মার্চ	ভোঁতা অস্ত্রের আঘাত	ভর্তি
৭৫. নার্জিনা বিবি। ৩৫ বছর স্বামী-সামসুল গ্রাম-গড় চক্র(বেড়িয়া	স্ত্রী	১৫মার্চ	ভোঁতা অস্ত্রের আঘাত	ভর্তি
৭৬. কাজল মাঝি। ৩৫ বছর স্বামী- বিকাশ গ্রাম- কালিচরণপুর	স্ত্রী	১৫মার্চ	ভোঁতা অস্ত্রের আঘাত	ভর্তি
৭৭. সেঁজুতি মান্না। ৩০ বছর স্বামী- সুশান্ত গ্রাম- ৭ নং জালপাই	স্ত্রী	১৫মার্চ	ভোঁতা অস্ত্রের আঘাত	ভর্তি
৭৮. আরতি মাইতি। ২৫ বছর স্বামী-তপন গ্রাম- কালিচরণপুর	স্ত্রী	১৬মার্চ	ভোঁতা অস্ত্রের আঘাত	ভর্তি
৭৯. আশালতা জানা। ৩৫ বছর পিতা (মৃত) ব্যোমকেশ, নাকচির চর	স্ত্রী	১৬মার্চ	ভোঁতা অস্ত্রের আঘাত	ভর্তি
৮০. শ্রীহরি সাঁতরা পিতা- বিজয় গ্রাম- কালিচরণপুর	পুং	১৬মার্চ	ভোঁতা অস্ত্রের আঘাত	ভর্তি
৮১. নারায়ন পাত্র। ৪০ বছর	পুং	১৬মার্চ	ভোঁতা অস্ত্রের আঘাত	ভর্তি
৮২. তুষার কুমার জানা। ৩০ বছর পিতা- রামচরণ গ্রাম- সাউদখালি	পুং	১৬মার্চ	ভোঁতা অস্ত্রের আঘাত	ভর্তি
৮৩. শেখ আহাম্মদ। ৩০ বছর পিতা-আবদুল গ্রাম- ৭ নং জালপাই	পুং	১৬মার্চ	ভোঁতা অস্ত্রের আঘাত	ভর্তি

তমলুক জেলা হাসপাতালে আনীত আহতদের তালিকা

(সুপারিন্টেণ্ড্যান্ট তমলুক জেলা হাসপাতাল কর্তৃক ১৫ মার্চ রাত ১১ টায় প্রদত্ত)

নাম। বয়স। পিতা। স্বামীর নাম।গ্রাম	স্ত্রী/পুং	ভর্তির তারিখ	আঘাতের ধরন	মন্তব্য
১. সলিল দাস অধিকারি (৩৫) পিতা ভূপতিদাস গোকুলনগর	পুং	১৪ মার্চ	আহত	স্থানান্তরিত
২. রাসবিহারি খাঁড়া (৪০)	পুং	১৪ মার্চ	আহত	স্থানান্তরিত
৩. অনুভা খাঁড়া (৩০) স্বামী রাসবিহারি গ্রাম সোনাচূড়া	স্ত্রী	১৪ মার্চ	আহত	চিকিৎসাধীন
৪. সাদ্দাম হোসেন (৩৫) পিতা সিরাজুল, গ্রাম বড়জানতলা	পুং	১৪ মার্চ	আহত	চিকিৎসাধীন
৫. পরী(ৎ মাইতি (৫৫) পিতা (মৃত) অবিনাশ, কালিচরণপুর	পুং	১৪ মার্চ	গুলিবিদ্ধ	স্থানান্তরিত
৬. পৃথ্বীশ দাস (৩৫) পিতা পূর্ণচন্দ্র, গ্রাম-গাঙড়া	পুং	১৪ মার্চ	মাথায় আঘাত	চিকিৎসাধীন
৭. স্বপন গিরি (৩০)	পুং	১৪ মার্চ	গুলিবিদ্ধ	স্থানান্তরিত
৮. অভিজিৎ সামন্ত (৪২) সোনাচূড়া নন্দীগ্রাম	পুং	১৪ মার্চ	বুকে আঘাত ও গুলিবিদ্ধ	স্থানান্তরিত
৯. রতিকান্ত দাস (৪০) সোনাচূড়া নন্দীগ্রাম	পুং	১৪ মার্চ	গুলিবিদ্ধ	চিকিৎসাধীন
১০. শঙ্খ গোলা (৫০) সোনাচূড়া নন্দীগ্রাম	স্ত্রী	১৪ মার্চ	উ(তে গুলিবিদ্ধ	চিকিৎসাধীন
১১. মঞ্জু মান্না (৪৫) স্বামী (মৃত) কিশোরী সোনাচূড়া	স্ত্রী	১৪ মার্চ	উ(তে গুলিবিদ্ধ	চিকিৎসাধীন
১২. হৈমবতী হালদার (৫০) সোনাচূড়া নন্দীগ্রাম	স্ত্রী	১৪ মার্চ	পেটে গুলিবিদ্ধ	চিকিৎসাধীন
১৩. সুবোধ দাস (৫০) পিতা গঙ্গাধর, গ্রাম-গাঙড়া নন্দীগ্রাম	পুং	১৪ মার্চ	আহত	চিকিৎসাধীন
১৪. শম্ভু পাল (২৫) সোনাচূড়া নন্দীগ্রাম	পুং	১৪ মার্চ	গুলিবিদ্ধ	ঐদিন বিকাল ৪-২০তে মৃত
১৫. কনক দাস (৪০) সোনাচূড়া নন্দীগ্রাম	স্ত্রী	১৪ মার্চ	আহত	চিকিৎসাধীন
১৬. তাপসী দাস (৩০) স্বামী শম্ভু, গ্রাম-তেখালি	স্ত্রী	১৪ মার্চ	পশ্চাদ্দেশে ভোঁতা অস্ত্রের আঘাত	স্থানান্তরিত
১৭. সীতা মাইতি (৪৭) সোনাচূড়া	স্ত্রী	১৪ মার্চ	আহত	চিকিৎসাধীন

নাম। বয়স। পিতা। স্বামীর নাম।গ্রাম	স্ত্রী/পুং	ভর্তির তারিখ	আঘাতের ধরন	মন্তব্য
১৮. গৌরী মণ্ডল (৩০) স্বামী ত(ণ গ্রাম-সোনাচূড়া	স্ত্রী	১৪ মার্চ	আহত	চিকিৎসাধীন
১৯. অঞ্জলি দাস (৫৫) গ্রাম-সোনাচূড়া	স্ত্রী	১৪ মার্চ	মাথায় আঘাত	চিকিৎসাধীন
২০. সেখ সোরারফ্ (৩০) পিতা (মৃত)কশুর খাঁ গ্রাম-নাকচির চর	পুং	১৪ মার্চ	মাথায় আঘাত	চিকিৎসাধীন
২১. নির্মল মণ্ডল (২৮) পিতা-বঙ্কিম গ্রাম-সোনাচূড়া	পুং	১৪ মার্চ	মাথার খুলিতে আঘাত	চিকিৎসাধীন
২২. পরী(ৎ ধাড়া (৬৮) গ্রাম- সাউদখালি	পুং	১৪ মার্চ	আহত	স্থানান্তরিত
২৩. কাঞ্চন মাল (৫০) স্বামী-শ্রীপতি, গ্রাম-গোকুলনগর	স্ত্রী	১৪ মার্চ	গুলিবিদ্ধ	স্থানান্তরিত
২৪. প্রজাপতি হাজরা (৫৬) পিতা-হরিপদ, গ্রাম-সাউদখালি	পুং	১৪ মার্চ	আহত	চিকিৎসাধীন
২৫. অশোক মণ্ডল (৫০) পিতা-(মৃত) জগদীশ গ্রাম-সোনাচূড়া	পুং	১৪ মার্চ	মাথায় আঘাত	চিকিৎসাধীন
২৬. মণি রানা (৩০) গ্রাম সোনাচূড়া	পুং	১৪ মার্চ	গুলিবিদ্ধ	চিকিৎসাধীন
২৭. ভবানী গিরি (৪৫) স্বামী-জিতেন্দ্র গ্রাম-কালিচরণপুর	স্ত্রী	১৪ মার্চ	গুলিবিদ্ধ	চিকিৎসাধীন
২৮. গোপাল দাস (৩০) পিতা-মৃত্যুঞ্জয়, গ্রাম-সোনাচূড়া	পুং	১৪ মার্চ	ডান কাঁধে আঘাত	চিকিৎসাধীন
২৯. সেখ মাজাহার (৪০) পিতা-রহমান, গ্রাম-৭ নং জালপাই	পুং	১৫ মার্চ	ডান পায়ে আঘাত	চিকিৎসাধীন
৩০.বনশ্রী আচার্য (৩৫) স্বামী-গু(পদ গ্রাম-কেশবপুর	স্ত্রী	১৫ মার্চ	আহত	চিকিৎসাধীন
৩১. অভিজিৎ গিরি (২২) পিতা- প্রতাপ, গ্রাম-কালিচরণপুর	পুং	১৫ মার্চ	ডান হাতে আঘাত	স্থানান্তরিত
৩২. স্বর্ণময়ী দাস (৪০) স্বামী-বাদল, গ্রাম-গোকুলনগর	স্ত্রী	১৫ মার্চ	ডান হাতে আঘাত	স্থানান্তরিত
৩৩. বি(েজিত ঘোষ (৩৮)	এসডিপিও, এগরা	১৪ মার্চ		স্থানান্তরিত
৩৪. প্রণব চ্যাটার্জী (৪৫)	সি-আই, ভূপতিনগর	১৪ মার্চ		স্থানান্তরিত
৩৫. সীতাংশু সিন্হা (৪৫)	কনস্টেবল, এস এ পি	১৪ মার্চ		স্থানান্তরিত
৩৬. পীযূষ মুণ্ডা (২৪)	কনস্টেবল, এস এ পি	১৪ মার্চ		স্থানান্তরিত
৩৭. শ্যামলী মান্না (২৮) ৭ নং জালপাই	স্ত্রী			
৩৮. নিরঞ্জন দাস (৩৬) সোনাচূড়া	পুং			

সংযোজনী-৫

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি ও পশ্চিমবঙ্গ খেতমজুর সমিতি আনীত মামলায়

কলকাতা হাইকোর্টের ১৫ মার্চ, ২০০৭ প্রদত্ত আদেশ

<u>*15.03.2007*</u> **<u>A.S.T. 205 of 2007</u>**

Association for Protection of Democratic Rights & Ors.

Vs.

State *of West Bengal & Ors.*

Mr.Rananeesh Guhathakurta
Mr. Somnath Roychaudhury.
... for the petitioners.

In addition to the order passed in this *suo moto* petition, there shall be a further order in this writ petition in terms of prayer clause '1'.

1) An interim order restraining the respondent Nos. 2 to 7 preventing the petitioner organizations and other NGOs and voluntary aid organizations from reaching Nandigram to provide assistance to injured and deceased villagers.

We further direct the District Administration to ensure that the unclaimed dead bodies are handed over to the appropriate Authorities and the identified dead bodies are handed over to the lawful claimants after due legal formalities have been completed, such as post mortem and inquest report, so that the relatives are able lo perform the last rites of the deceased.

Sd/- **S. S. NIJJAR, C.J.**

Sd/- **PINAKI CHANDRA GHOSH., J**

সংযোজনী-৬

কলকাতা হাইকোর্ট কর্তৃক স্বয়ংপ্রবৃত্তভাবে গৃহীত মামলায় ১৫ মার্চ, ২০০৭ প্রদত্ত আদেশ

IN THE HIGH COURT AT CALCUTTA

Special Jurisdiction (Contempt)

<u>In the matter of: The Court on its own Motion</u>

All the newspapers throughout the Nation have today carried as a lead Article - description of the action which has been taken by the West Bengal police against agitating farmers and other villagers in Nandigram village. *Prima facie* in a wholly

indefensible manner innocent people have been shot down by none other than the uniformed police officers. 'I'here are at this stage many conflicting versions as to what actually transpired, but one conclusion is echoed by all those who are present in Court, the news papers and the electronic media, that there have been a large number of deaths which are directly attributable to the prolonged gunfire by the police of the State of West Bengal.

It seems as if the Police Department which is under the control of the Home Department is not even aware of the existence of Article 21 of the Constitution of India; let alone the ambit of freedoms guarantees to the citizen of this Country, under this Article. This Article specifically guarantees that - " *No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law"*. Oblivious ol the aforesaid guarantee, the Police has resorted to gun firing, on a large crowd, protesting against the proposal to acquire their land.

Prima facie we are satisfied that this action of the police department is wholly unconstitutional and cannot be justified under any provision of law,. There are normal remedies available to the State as also to the owners of the lands for redressal of the grievances with regard to the acquisition of land. Such kind of force cannot be justified except in the cases of armed insurgency or warlike situation. Innocent farmers and villagers can hardly be put into the aforesaid bracket. We take serious note of the observations made by His Excellency, the Governor of West Bengal as reported in the newspaper - 'Hindustan Times", on the front page under the news item headlines - "GOVERNOR <u>REACTS"</u> which *Is* quoted herein below:

<u>I am filled with cold horror</u>

THE NEWS *of deaths by police firing in Nandigram this morning has filled me with a sense of cold horror. We will soon know more details of the sequence of events that led lo this tragedy. But the point uppermost in my mind is not 'who started it', '\vho provoked it' or whether there were agent-provocateurs behind it. Investigations will reveal that. The thought in my mind and of all sensitive people now is- 'Was this spilling of human blood not avoidable ? What is the public purpose served by the use of force that we have witnessed today? '*

Force against anti-national elements, terrorists, extremists, insurgents, is one thing. The receiving end of the force used today does not belong to that order.

What 1 advised government over the last two days, as I received inputs of rising tension in Nandigram, government knows. It is not my intention to enter into blame-fixing. But / cannot be so casual to the oath I have taken as to restrict mv reaction to a pious

expression of anguish and outrage. 1 trust the government will not only go into the whys and wherefores of this tragic occurrence, but will also ensure that it leaves no room for a repetition of the kind of trauma witnessed today.

1 leave it to the. conscience of officials responsible to atone for the event n the manner they deem fit. But I alsoexpect the government to do what it thinks is necessary to mitigate the effects of this bitter March 14, and to do it visibly and fast.

Gopalkrishna Gandhi

(This statement was released from Rajbhavan on Wednesday)

Prima facie we are of the opinion that these observations clearly depict the extent of the tragedy which has overtaken the population of Nandigram in particular and the population of West Bengal in general. We, therefore, issue notice to the State of West Bengal through the Ministry of Home Affairs to file a detailed affidavit setting out the reasons for the action which has been taken against the population of Nandigram by resorting indiscriminate firing by the police. We have also received a communication by FAX from an institution known us 'National Alliance of People's Movements'. We direct that the aforesaid letter be marked as annexure-'A' and be also treated as a Public Interest Litigation.

We also issue notice to this petition when it comes up.

The affidavits should clearly indicate the entire history and the steps taken' by the Government for maintaining the law and order. The affidavit should also identify the dignitary or any official which actually issued the order to fire upon the population of Nandigram. The affidavit should also disclose the material on the basis of which the order for firing was issued. The affidavit should further state as to what proceedings in accordance with the departmental rules and under the general Criminal Law have been initiated against any official who is found to have *prima facie* transgressed the power vested in the official or the other dignitaries. In view of the absolutely volcanic situation created, we are constraint to direct the State of West Bengal to ensure the safety and well-being of all the general public in the area. The State is also directed to take adequate measures to provide medical facilities to the injured villagers.

In view of the emergent situation and the possibility of relevant evidence being lost/destroyed, we find it a fit case to direct that the matter be investigated by a Special Team, deputed by the Director of C.B.I.. The team shall visit Nandigram area and any other surrounding affected area and collect the entire relevant material to be presented before this Court in the form of a report. Let the C.B.I, team be despatched to Nandigram forthwith. The learned Standing Counsel for C.B.I., Mr. Ranjan Roy is directed to communicate this direction to

the Director of C.B.I for implementation forthwith.

Let both the matters be heard analogously.

Xerox plain copy of this order duly countersigned by the Assistant Registrar (Court) be given to the learned Counsel for the parties on usual undertaking.

Sd/- **S. S. NIJJAR, C.J.**
Sd/- **PINAKI CHANDRA GHOSH., J**

সংযোজনী-৭

নন্দীগ্রামে ১৪ মার্চ, পুলিশ-সিপিআই(এম) যৌথ অভিযানের সময় গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের তালিকা

ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮, ১৪৯, ১৮৬, ৩৪১, ৩৫৩, ৩৪২, ৩৩৩, ৫০৬, ৩০৭, ১২১ ধারা, এবং পিডিপি অ্যাক্টের ৩ (২) ধারা গুলি প্রয়োগ করে নন্দীগ্রামে ১৪ মার্চ পুলিশ-সিপিআই(এম) যৌথ অভিযানের সময় গ্রেপ্তার নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে নন্দীগ্রাম থানা কেস নং ১৮ তারিখ ১৪.৩.২০০৭-এ অভিযুক্ত করা হয়েছে

১। ইন্দ্রজিত মাঝি	সোনাচূড়া, থানা-নন্দীগ্রাম
২। কেশব মাইতি	সোনাচূড়া, থানা-নন্দীগ্রাম
৩ । শ্রীকান্ত মান্না	সোনাচূড়া, থানা-নন্দীগ্রাম
৪। প্রবীর মণ্ডল	সোনাচূড়া, থানা-নন্দীগ্রাম
৫। সুজিত মাইতি	সোনাচূড়া, থানা-নন্দীগ্রাম
৬। কালোবরণ সামন্ত	সোনাচূড়া, থানা-নন্দীগ্রাম
৭। অমূল্য কুমার বাগ	সোনাচূড়া, থানা-নন্দীগ্রাম
৮। শুকদেব মালি	সোনাচূড়া, থানা-নন্দীগ্রাম
৯। শক্তিপদ মণ্ডল	সোনাচূড়া, থানা-নন্দীগ্রাম
১০। সমীরণ দাস	গাঙড়ার চর, থানা-নন্দীগ্রাম
১১। কানাই মাইতি	শ্রীখণ্ড চর, থানা-নন্দীগ্রাম
১২। মহাদেব ভুইঞা	গাঙড়ার চর, থানা-নন্দীগ্রাম
১৩। সৌমেন জানা	ধাখালি, থানা-খেজুরি
১৪। অনুপ পাত্র	বাগুারা, থানা-খেজুরি

(তমলুকের মহকুমা শাসক কর্তৃক ১৯ মার্চ ২০০৭ প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী)